অধ্যায়-১১: ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রশ্ন ▶১ মি. সাব্বির 'এবিসি' ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী। তিনি তার ব্যাংকে সব লেনদেনের হিসাব ছাপানো খাতায় লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে বিশেষ ব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে লেনদেনের বদলে ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে এসএমএস পদ্ধতি চালু করেন। উন্নত গ্রাহকসেবার কারণে তার ব্যাংকের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। *[ঢা. বো. ১৭; চ. বো. ১৭]*

ক. ই-মেইল কী? ১

খ. ন্যূনতম চাঁদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. সাব্বির কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত পদ্ধতি গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে কি? যুক্তিসহ লেখো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-মেইল (Electronic Mail) বলতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার হতে অন্য কোনো কম্পিউটারে কোনো তথ্য আদান-প্রদানকে বোঝায়।

খ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক খরচের উদ্দেশ্যে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ থাকে তাকে ন্যূনতম চাঁদা বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও শেয়ার বিলির পূর্বে ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহের কাজ করে। এ মূলধনের অর্থ দিয়ে কোম্পানির প্রাথমিক ব্যয় ও গঠন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এরূপ চাঁদা সংগ্রহ ব্যতীত পাবলিক কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতি পায় না।

গ উদ্দীপকে মি. সাব্বির ই-ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছেন।

ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশল বা পদ্ধতি। যেখানে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত, নির্ভুল এবং ব্যাপক বিস্তৃত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব।

উদ্দীপকের মি. সাব্বির 'এবিসি' ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী। তিনি তার ব্যাংকে সব লেনদেনের হিসাব ছাপানো খাতায় লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে বিশেষ ব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ করার নিয়ম চালু করেন। যার মাধ্যমে অতি দ্রুত এবং সহজে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদানে চিঠিপত্রের বদলে ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে এসএমএস পদ্ধতি চালু করেন। উদ্দীপকের এ বিশেষ ব্যবস্থাটির কার্যক্রম ই-ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, এ আধুনিক পদ্ধতিটি হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

ঘ উদ্দীপকে গৃহীত ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে ও ব্যয়ে অর্থ জমা, উত্তোলন, স্থানান্তর এবং লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের এবিসি ব্যাংকে ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যাংকিং লেনদেনসমূহ কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে গ্রাহকের কোনো ব্যাংকিং তথ্য হারানোর আশঙ্কা থাকে না। তাই গ্রাহকরা নিশ্চিন্তভাবে এখানে তাদের ব্যাংকিং লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন। এছাড়া তারা গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে চিঠিপত্রের বদলে ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে এসএমএস পদ্ধতি চালু করেন।

আগে গ্রাহককে ব্যাংকে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং তথ্য সম্পাদন করতে হতো, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে গ্রাহককে উন্নত সেবা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকরা ঘরে বসেই তাদের ব্যাংকিং তথ্য পাওয়ার সুবিধা অর্জন করছে, যা তাদের সময়, শ্রম ও ব্যয় হ্রাস করছে। এতে গ্রাহকরা সন্তুষ্ট হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে গৃহীত ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিই গ্রাহকদের এভাবে উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶২ হায়দারের বাবা প্রতি মাসে হায়দারকে টাকা পাঠান। হায়দার নিকটস্থ বিকাশ এজেন্টের নিকট গিয়ে মোবাইল ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। বিকাশের এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা পেয়ে হায়দারের মতো অন্যরা বিকাশের হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। *[দি.বো. ১৭]*

ক. অনলাইন ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'বিকাশ' কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হায়দারের বাবার বিকাশে টাকা পাঠানোর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেটওয়ার্কের আওতায় কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত ও কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং কার্যক্রমকেই অনলাইন ব্যাংকিং বলে।

খ কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য বিনিময় সহজ হয়। এর মাধ্যমে কাজের গতি এবং কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এতে তথ্য হালনাগাদ করে সার্বক্ষণিক ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবসায়ের সাফল্য লাভে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের 'বিকাশ' মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

মোবাইল ব্যাংকিং হলো মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রদান ও লেনদেন করা। এক্ষেত্রে এক ধরনের গোপন PIN নম্বর ব্যবহার করতে হয়।

উদ্দীপকের হায়দারের বাবা প্রতিমাসে হায়দারকে টাকা পাঠান। হায়দার নিকটস্থ বিকাশ এজেন্টের নিকট গিয়ে মোবাইল ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। হায়দার মোবাইলে নিজস্ব PIN নম্বর ব্যবহার করে খুব সহজেই তার বিকাশ একাউন্টে জমাকৃত অর্থ প্রয়োজনমতো উত্তোলন করতে পারেন। এর মাধ্যমে একাউন্টের সর্বশেষ কী লেনদেন হয়েছে তার তথ্যও জানা যায়। বিকাশের এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা মোবাইল ব্যাংকিং -এর আওতায় পড়ে। সুতরাং বলা যায়, 'বিকাশ' মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

ঘ উদ্দীপকে হায়দারের বাবার বিকাশে টাকা পাঠানোর কাজটি যৌক্তিক।

দ্রুত এবং নিরাপদে আর্থিক লেনদেনের জন্য বিকাশ বর্তমানে একটি আধুনিক ব্যবস্থা। ব্র্যাক ব্যাংক বিকাশ (bkash) নামে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে, যা এখন দেশের সর্বত্র খুবই জনপ্রিয়।

উদ্দীপকের হায়দারের বাবা তাকে প্রতিমাসে বিকাশে টাকা পাঠান। হায়দার নিকটস্থ বিকাশ এজেন্টের নিকট গিয়ে মোবাইল ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। হায়দার বিকাশের মাধ্যমে খুব সহজেই তার বাবার পাঠানো টাকা উত্তোলন করতে পারেন। গোপন PIN বা কোড ব্যবহার করে এরূপ লেনদেন করা হয় বলে তার নিরাপত্তা বজায় থাকে।

দেশের সর্বত্র অসংখ্য বিকাশ এজেন্টের দোকান বর্তমানে চালু আছে। তাই যেকোনো সময় গ্রাহক বিকাশে অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারেন। এতে গ্রাহকের সময় ও শ্রম দু'টিই সাশ্রয় হয়। উদ্দীপকের হায়দারের মতো অন্যরাও বিকাশের হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে তারাও দ্রুত ও নিরাপদে এরূপ আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, হায়দারের বাবার বিকাশে টাকা পাঠানো যৌক্তিক হয়েছে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৩ মি. বুলবুল একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী। তিনি টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি বিক্রি করেন। কিছুদিন যাবত তিনি লক্ষ করলেন যে, তার শোরুমের বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি খুব হতাশ। তিনি ঐ অঞ্চলের ক্রেতাদের আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই না করে ইন্টারনেটে ও ফেসবুকে তার প্রতিষ্ঠানের বিক্রীত পণ্যের বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু তারপরেও তার প্রতিষ্ঠানের বিক্রি বৃদ্ধি পায়নি। *[কু. বো. ১৭]*

ক. ই-মেইল কী? ১

খ. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. বুলবুল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগের কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. বুলবুলের ব্যবসায়ের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার মূল কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-মেইল (Electronic Mail) বলতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কোনো কম্পিউটারে কোনো তথ্য আদান-প্রদানকে বোঝায়।

খ বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বলে।

পণ্য আমদানি করার পর প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান বা আকার পরিবর্তন করে তা পুনরায় অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা করা যায়। উৎপাদনকারী দেশের সাথে আমদানিকারক দেশের সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক না থাকলে সেক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ উদ্দীপকের মি. বুলবুল ব্যবসায়ের যোগাযোগের ক্ষেত্রে শাব্দিক যোগাযোগ মাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন।

শাব্দিক যোগাযোগ হলো মৌখিক বা লিখিত শব্দ ব্যবহার করে সংবাদ বা তথ্য যোগাযোগভুক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে বিনিময় করা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে শাব্দিক যোগাযোগই মুখ্য। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে প্রতিদিন বিভিন্ন পক্ষের সাথে এ মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

উদ্দীপকের মি. বুলবুল একজন ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী। কিছুদিন যাবত তার শো-রুমের বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় তিনি চিন্তিত। তিনি ঐ অঞ্চলের ক্রেতাদের জন্য ইন্টারনেটে ও ফেসবুকে তার প্রতিষ্ঠানের বিক্রিত পণ্যের বিজ্ঞাপন দেন। এক্ষেত্রে তিনি এরূপ যোগাযোগে শব্দ অর্থপূর্ণভাবে লিখে উপস্থাপন ও প্রকাশ করেন। চিঠি, ই-মেইল, খুদে বার্তা প্রভৃতিও এভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা মূলত লিখিত যোগাযোগের পর্যায়ে পড়ে। আর এ লিখিত যোগাযোগ শব্দের মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়। সুতরাং বলা যায়, মি. বুলবুল এ শাব্দিক যোগাযোগ মাধ্যমটিই ব্যবহার করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. বুলবুলের ব্যবসায়ের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার মূল কারণ হলো ক্রেতাদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব।

প্রতিটি ব্যবসায়ীদের কাছে যোগাযোগ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা বা সরবরাহকারীদের সাথে তাদের যোগাযোগ করতে হয়। এজন্য উত্তম যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন করা খুবই জরুরি।

উদ্দীপকের ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী মি. বুলবুল লক্ষ করেন তার শো-রুমের পণ্যের বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তিনি ঐ অঞ্চলের ক্রেতাদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই না করেই ইন্টারনেটে ও ফেসবুকে প্রতিষ্ঠানের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু তারপরও বিক্রি বৃদ্ধি পায়নি।

ব্যবসায়ী হিসেবে মি. বুলবুলের উচিত ছিল বিজ্ঞাপন প্রদানের পূর্বে ক্রেতাদের প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। সব ধরনের ক্রেতা ইন্টারনেট ও ফেসবুক ব্যবহার করেন না। তাই তার প্রচারিত বিজ্ঞাপন সবার নজরে আসেনি। ক্রেতারা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাই তার পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা ধারণা পাননি। যার ফলে বিক্রয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। তাই বলা যায়, ক্রেতাদের জন্য সঠিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার না করায় তার ব্যবসায়ের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আজাদ সাংগু ব্যাংক, ঢাকা শাখায় একটি হিসাব খুলেছেন। তিনি উক্ত হিসাবে লেনদেনের সময় কাগুজে ডকুমেন্ট যেমন: রশিদ, চেক ব্যবহার করেন। তার হিসাবে সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ জমা থাকে। অন্যদিকে জনাব মজিদ কুশিয়ারা ব্যাংক রংপুর শাখায় একটি হিসাব খোলেন। তিনি ব্যাংক লেনদেনে কোনো কাগুজে ডকুমেন্ট ব্যবহার করেন না। তারা দুজনই সপরিবারে কক্সবাজারে বেড়াতে গেলেন যেখানে দুটি ব্যাংকেরই শাখা আছে। দুজনই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় টাকা উত্তোলন করতে গেলেন। মজিদ যথাযথভাবে উত্তোলনে সমর্থন হন। আজাদ যথাযথ নিয়ম মেনে চেক উপস্থাপন করলেও অন্য শাখার চেক হওয়ায় ব্যাংক তাকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. B2C কী? ১

খ. প্রতিবন্ধ অংশীদার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কুশিয়ারা ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে? প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সাংগু ব্যাংকের সেবা প্রদানের ব্যর্থতা দূরীকরণে করণীয় কী? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক B2C-এর পূর্ণরূপ হলো Business to Consumer. ই-বিজনেসের B2C মডেল হচ্ছে যেখানে ব্যবসায়ীরা সরাসরি ভোক্তার নিকট পণ্য বা সেবা বিক্রয় করেন।

খ ব্যবসায়ের অংশীদারগণ কোনো ব্যক্তিকে যদি অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেয় এবং সে ব্যক্তি তা জেনেও মৌনতা অবলম্বন করে তাহলে তাকে প্রতিবন্ধ অংশীদার বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ে সৃষ্ট দায় এ ধরনের অংশীদারকেও অন্য সাধারণ অংশীদারের মতো বহন করতে হয়। অর্থাৎ, ব্যবসায়িক কোনো সুবিধা না পেলেও তার কারণে কেউ উক্ত ব্যবসায়ের সাথে আবদ্ধ হলে সে জন্য সৃষ্ট দায়ে সে দায়বদ্ধ হবে।

গ উদ্দীপকের কুশিয়ারা ব্যাংক ই-ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।

ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের আধুনিক পদ্ধতি। এটি এমন এক ধরনের ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি যেখানে ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার করে অতিদ্রুত ও নির্ভুলভাবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব মজিদ কুশিয়ারা ব্যাংক, রংপুর শাখায় একটি হিসাব খোলেন। তিনি তার ব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদন করার জন্য কোনো ধরনের কাগজের ডকুমেন্ট ব্যবহার করেন না। তিনি রংপুর থেকে কক্সবাজার বেড়াতে গেলে ব্যাংক থেকে খুব সহজেই টাকা উত্তোলন করলেন। এজন্য কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়নি। এসব বৈশিষ্ট্য ই-ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।। তাই বলা যায়, জনাব মজিদকে কুশিয়ারা ব্যাংক ই-ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে সাংগু ব্যাংকের সেবা প্রদানের ব্যর্থতা দূর করার জন্য ই-ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন।

ই-ব্যাংকিং হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি। এটি এমন এক ধরনের ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি যেখানে ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার করে অতিদ্রুত ও নির্ভুলভাবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব আজাদ সাংগু ব্যাংক, ঢাকা শাখায় একটি হিসাব খোলেন। ব্যাংকটি তাদের সব কার্যক্রম কাগজে ডকুমেন্ট যেমন: রশিদ, চেক ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ ব্যাংকিং সব কার্যক্রম ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। তাই জনাব আজাদ কক্সবাজার গিয়ে টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে গেলে ব্যাংক তাকে অর্থ দিতে অপারগতা জানায়।

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে এক শাখায় হিসাব খুলে দেশের সর্বত্রই টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায়। এতে ব্যাংকের গ্রাহকদের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় না। সাংগু ব্যাংকটি তাদের সব কার্যক্রম ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে করায় জনাব আজাদ ঢাকায় হিসাব খুলে কক্সবাজার গিয়ে টাকা তুলতে ব্যর্থ হন। যদি সাংগু ব্যাংকটির কার্যক্রম ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিতে হতো তাহলে জনাব মজিদের মতো তিনিও কক্সবাজার গিয়ে টাকা তুলতে পারতেন। তাই আমি মনে করি, সাংগু ব্যাংকের ব্যর্থতা দূর করার জন্য ব্যাংকটির সব কার্যক্রম ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিতে হওয়া উচিত।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৫ মিসেস সাহানা একজন ব্যাংকার। তাকে অফিসে ৫টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। অধিকন্তু তিন রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম, লম্বা লাইন, এ দোকান সে দোকান ঘোরার ভয়ে ভীত। তাই তিনি এবারের ঈদে ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পোশাক কেনাকাটার কাজ সেরে নিলেন। *[ব. বো. ১৭]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে অনলাইন ব্যবসায়ের কোন ক্ষেত্রটির বর্ণনা আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়ে আই.সি.টি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, অর্থ স্থানান্তর ও বিনিময়, বিনিয়োগ, উত্তোলন, বিল পরিশোধ প্রভৃতি ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করাকে ই-ব্যাংকিং বলে।

খ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান এবং লেনদেন করাকেই মোবাইল ব্যাংকিং বলে।
মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ও হিসাব সংক্রান্ত তথ্য গ্রাহক ঘরে বসেই যেকোনো সময় সংগ্রহ করতে পারেন । এ পদ্ধতিতে দ্রুত লেনদেন কার্যক্রম করা যায়, যা গ্রাহকের সময় ও শ্রম উভয়ই হ্রাস করে। এজন্য মোবাইল ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে অনলাইন ব্যবসায়ের 'অনলাইন শপিং' ক্ষেত্রটির বর্ণনা আছে।
অনলাইন শপিং পদ্ধতিতে খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনে পণ্য ক্রয় করা হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পণ্যের ক্যাটালগ দেওয়া থাকে। ক্রেতা তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও পরিমাণ অনলাইনে বিক্রেতাকে জানান। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ক্রেতা ঘরে বসেই পণ্য পেয়ে যান।
উদ্দীপকের মিসেস সাহানা ট্রাফিক জ্যাম, লম্বা লাইন, এ দোকান, সে দোকান ঘোরার ভয়ে ভীত। তাই তিনি ঈদে ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পোশাক কেনাকাটার কাজ সেরে নিলেন। সাহানা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য অর্ডার করেছেন। তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে পণ্যমূল্য প্রদানের সময় তাকে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এসব কার্যক্রম অনলাইন শপিং ব্যবসায়ের আওতায় পড়ে। এজন্যই বলা যায়, উদ্দীপকে অনলাইন শপিং ক্ষেত্রটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ঘ ব্যবসায়ে সাফল্য আনয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থায় ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।
উদ্দীপকের মিসেস সাহানা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে অনলাইনে শপিং করেছেন তা বর্তমানে ব্যবসায়ীদের বিক্রয় বৃদ্ধি করছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে গ্রাহকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পণ্যের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। এতে গ্রাহকরা কম পরিশ্রমে ঘরে বসেই পণ্য পেয়ে যাচ্ছেন বলে এ ব্যবস্থা জনপ্রিয় হচ্ছে।
এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীরা কম খরচে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে এ ব্যবস্থায় ব্যবসায় করার সুবিধা পান। ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও আর্থিক লেনদেনে এ ব্যবস্থা খুব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা যায়। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের আরও আধুনিক ও উন্নত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে সহায়তা করছে। সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব ফাহিম আলফা ব্যাংকের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা। আলফা ব্যাংক লেজার বুকের পরিবর্তে কম্পিউটারে গ্রাহকদের হিসাব সংরক্ষণ করে। তথ্য আদান-প্রদানে চিঠির পরিবর্তে ই-মেইল, মোবাইল ফোন ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। গ্রাহকগণ ব্যাংকে না গিয়ে চেক ছাড়াই মুহূর্তে কার্ড ব্যবহার করে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা টাকা তুলতে পারেন। *[চা. বো., সি. বো. ১৬]*

ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আলফা ব্যাংকে কোন ধরনের ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আর্থিক লেনদেনকে সহজতর করে দিয়েছে'— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবর্তন, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির সাথে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্য তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রযুক্তিই হলো ICT বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

খ মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহককে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা তথা অর্থ জমাদান, উত্তোলন, মূল্য ও বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা প্রদান করাই মোবাইল ব্যাংকিং।
মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প খরচে দক্ষতার সঙ্গে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট বা হিসাব খুলে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা বা সেবা নেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে আলফা ব্যাংকে ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু আছে।
আধুনিক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাই হলো ই-ব্যাংকিং। এতে স্বয়ংক্রিয় গণনা যন্ত্র, অনলাইন ব্যাংকিং, হোম ব্যাংকিং ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
জনাব ফাহিম আলফা ব্যাংকের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা। আলফা ব্যাংক লেজার বুকের পরিবর্তে কম্পিউটারে গ্রাহকদের হিসাব সংরক্ষণ করে। তথ্য আদান-প্রদানে চিঠির পরিবর্তে ই-মেইল, মোবাইল ফোন ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় গণনা যন্ত্র দ্বারা আলফা ব্যাংক গ্রাহকদের সেবা দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের ডেবিট কার্ড ব্যবহারের সুবিধাও দিয়ে থাকে। ফলে গ্রাহকরা যেকোনো সময় টাকা উত্তোলন করতে পারে। অর্থাৎ আলফা ব্যাংকের সব ধরনের কার্যক্রম সম্পাদনে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায়, আলফা ব্যাংক ই-ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করছে।

ঘ 'তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আর্থিক লেনদেনকে সহজতর করে দিয়েছে'— কথাটি অধিক যুক্তিযুক্ত।
তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট আধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তি বলে। এতে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ফলে তথ্যের দ্রুত প্রেরণ ও কাজের গতি বৃদ্ধি পায়।
আলফা ব্যাংক লেজার বুকের পরিবর্তে কম্পিউটারে হিসাব সংরক্ষণ করে। ব্যাংকটি তথ্য আদান-প্রদানে ই-মেইল, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এছাড়া গ্রাহকদের ২৪ ঘণ্টা টাকা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে।
আলফা ব্যাংকটি তার যাবতীয় ব্যাংকিং কাজে তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয় করেছে। ই-মেইল, মোবাইল ব্যবহারে তথ্য দ্রুত প্রেরণ করা যায়। এতে গ্রাহকরাও সন্তুষ্ট থাকে। যেকোনো সময় অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকায় গ্রাহকদের লেনদেন করতেও সুবিধা হয়, যা তথ্যপ্রযুক্তির কারণে ঘটেছে। পরিশেষে বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আর্থিক লেনদেনকে সহজতর করে দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ ফাহিম একজন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী। দীর্ঘদিন কর্ণফুলী ব্যাংকের সাথে সুনামের সাথে লেনদেন করে আসছেন। ব্যাংক তাকে এমন এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করে যাতে সে তার জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে দোকানে কার্ড ব্যবহার করে পণ্য ক্রয় করতে চাইলে দোকানদার তাকে জানায় পণ্যমূল্য ১ লক্ষ টাকা। তাকে ৫,০০০ টাকা নগদ পরিশোধ করতে হবে। *[কু. বো. ১৬]*

ক. ICT কী? ১

খ. ই-মার্কেটিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্ডটির ধরন কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে তার জমার স্থিতি কত ছিল? ব্যাখ্যা দাও। ৪

http://teachingbd.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবর্তন, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির সাথে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রযুক্তিই হলো ICT বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

খ ইন্টারনেট নির্ভর প্রযুক্তির মাধ্যমে পণ্য বা সেবার বাজারজাতকরণ এবং ক্রেতার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলাই হচ্ছে ই-মার্কেটিং।
ই-মার্কেটিং অনলাইন ব্যবসায়ের একটি শাখা। এটি নতুন বাজার সৃষ্টি করে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। এছাড়া পণ্যের ব্র্যান্ড ভ্যালুও সৃষ্টি করে। এটি বর্তমানে অধিক জনপ্রিয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্ডটি হলো ক্রেডিট কার্ড।
ঋণ সুবিধা সম্বলিত চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন যে প্লাস্টিক কার্ড ব্যাংক তার গ্রাহকদের অর্থ উত্তোলন ও ফান্ড স্থানান্তরের জন্য সরবরাহ করে তাই হলো ক্রেডিট কার্ড। নির্দিষ্ট মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয়ে ক্রেডিট কার্ড বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক সেবা পদ্ধতি।
ফাহিমকে ব্যাংক এমন এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করেছে যাতে সে তার জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারে। অর্থাৎ, ফাহিমের কার্ডটি ঋণ সুবিধা সম্বলিত। ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে ক্রেডিট লিমিট বা ঋণ সুবিধার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, যা ফাহিমের কার্ডেও করা আছে। তাই বলা যায়, ফাহিমের ব্যবহৃত আধুনিক কার্ডটিতে ক্রেডিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।

ঘ ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে ফাহিমের জমার স্থিতির পরিমাণ জানার জন্য ক্রেডিট কার্ডের নিট পরিমাণ বের করতে হবে।
ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহককে ক্রেডিট বা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয় বলে তা ক্রেডিট কার্ড নামে পরিচিত। এ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক কত টাকা ঋণ সুবিধা নিতে পারবে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। উদ্দীপকের ফাহিমকে তার ব্যাংক এমন এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করেছে যাতে সে তার জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। ১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে দোকানে এ কার্ড ব্যবহার করে ১ লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করতে গেলে দোকানদার তাকে জানায় ৫,০০০ টাকা নগদ পরিশোধ করতে হবে। ফাহিমকে তার ৫০,০০০ টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণের পরেও ৫,০০০ টাকা নগদ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ তার জমার স্থিতি ছিল—

১,০০,০০০ – (৫০,০০০ + ৫,০০০)
∴ (১,০০, ০০০ – ৫৫,০০০)
বা ৪৫,০০০ টাকা।
অতএব, ১ মার্চ ২০১৬ তারিখে ফাহিমের জমার স্থিতি ছিল ৪৫,০০০ টাকা।

প্রশ্ন ▶ ৮ মনোয়ারা ঢাকা EPZ-এর একটি কারখানায় কাজ করে। মনোয়ারার গ্রামে ব্যাংক ও পোস্ট অফিস না থাকায় বাড়িতে বেতনের টাকা পাঠানো কষ্ট হয়ে পড়ে। অথচ তার সহকর্মী সুমি মনোয়ারার EPZ-এর পাশে একটি ব্যাংকের অনুমোদিত বুথ থেকে কার্ডের মাধ্যমে মুহূর্তে তার একাউন্ট থেকে বেতনের টাকা তুলতে পারে। সম্প্রতি মনোয়ারার গ্রামটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। এতে মনোয়ারা তার সমস্যা সমাধানে আশাবাদী। *[চ. বো. ১৬]*

ক. ই-কমার্স কী? ১
খ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সুমির ব্যবহৃত কার্ডটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো মনোয়ারার গ্রামে সম্প্রসারিত মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে তার সমস্যার সমাধান সম্ভব? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন করাকে ই-কমার্স বলে।

খ উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদির পাশাপাশি ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।
ব্যবসায়ের সার্বিক ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহকদের পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। এতে যোগাযোগ ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে, কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়ের নিত্যনৈমিত্তিক আধুনিকায়নে এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

গ সুমির ব্যবহৃত কার্ডটির নাম ডেবিট কার্ড।
কোনো ব্যাংক তার গ্রাহককে ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যবহার করতে ক্রেডিটকার্ড সরবরাহ করে। গ্রাহকদের এ কার্ডের দ্বারা জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ টাকা উত্তোলন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সুমি EPZ-এর একটি কারখানায় কাজ করে। সে EPZ-এর পাশে একটি ব্যাংকের অনুমোদিত বুথ থেকে কার্ডের মাধ্যমে মুহূর্তে তার একাউন্ট থেকে বেতনের টাকা তুলতে পারে। জমাকৃত টাকার সমপরিমাণ টাকা তোলার অনুমতি প্রদান করা হয় এরূপ কার্ড ব্যবহারকারীদের। সুমি এ কার্ডের মাধ্যমে তার বেতনের টাকা উত্তোলন করে। নিরাপদে অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকদের এরূপ সেবা প্রদান করে থাকে। সুমি নগদ লেনদেনের বিপরীতে এরূপ কার্ড ব্যবহার করছেন।

ঘ আমি মনে করি মনোয়ারার গ্রামে সম্প্রসারিত মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে তার সমস্যার সমাধান সম্ভব।
মোবাইল ব্যাংকিং এমন একটি শাখাবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যেখানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকে হিসাব নেই এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে নগদ অর্থ জমা দান, নগদ অর্থ উত্তোলন, পরিশোধ, এক হিসাব হতে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করা যায়।
মনোয়ারা ঢাকা EPZ-এর একটি কারখানায় কাজ করে। মনোয়ারার গ্রামে ব্যাংক ও পোস্ট অফিস না থাকায় বাড়িতে বেতনের টাকা পাঠানো কষ্ট হয়ে পড়ে। সম্প্রতি মনোয়ারার গ্রামটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। মনোয়ারা তার সমস্যা সমাধানে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করতে পারবে।
মোবাইল ব্যাংকিং-এর জন্য মনোয়ারাকে প্রথমে মোবাইল ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে। এর মাধ্যমে সে বেতনের টাকা গ্রামে পাঠাতে পারবে। গ্রামে অন্য মোবাইলের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে তার আত্মীয়-স্বজন টাকা উত্তোলন করতে পারবে। সুতরাং, মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে মনোয়ারা তার সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶ ৯ হাফিজ লেখাপড়া শেষ করে রংপুরের সুপার মার্কেটে 'রকমারি টি-শার্ট' নামে একটি ব্যবসায় শুরু করে। সে টি-শার্ট বাজারজাতকরণের জন্য ফেসবুক ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপন দেখে ক্রেতারা যেকোনো সময় পছন্দানুসারে টি শার্ট সংগ্রহ করতে পারে। ফলে দেখা যায়, অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে হাফিজের দোকানে ক্রেতা সমাগম বেশি ঘটে। *[য. বো. ১৬]*

ক. ডেবিট কার্ড কী? ১
খ. এম-কমার্স কোন ধরনের ব্যবসায়? ২
গ. হাফিজ কোন ধরনের বিপণন পদ্ধতি ব্যবহার করে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো হাফিজ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্লাস্টিক চৌম্বক ইলেকট্রনিক কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক গোপন নম্বর ব্যবহার করে নির্দিষ্ট বুথ থেকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন, স্থানান্তর বা পরিশোধ করে তাকে ডেবিট কার্ড বলে।

খ এম-কমার্স এক ধরনের ই-কমার্স যেটি অনলাইন ব্যবসায়ের অন্তর্গত। এম-কমার্স অর্থ হলো মোবাইল কমার্স বা মোবাইলভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা।
ই-কমার্স হচ্ছে ডিজিটাল ডেটা প্রসেসিং এবং ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন সম্পন্ন করা। মোবাইল ব্যবহার করে যখন এটি করা হয় তখন সেটি হয় এম-কমার্স। এম-কমার্স ব্যবহার করে ২৪/৭ ঘণ্টাব্যাপী অনলাইনে ব্যবসায়িক সেবা প্রদান করা হয়।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকের হাফিজ ই-রিটেইলিং বিপণন পদ্ধতি ব্যবহার করে।
অনলাইন বা ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুচরা পণ্য বিক্রয় করাই হলো ই-রিটেইলিং। এক্ষেত্রে ক্রেতা ইন্টারনেটে দোকানের ওয়েব সাইটে গিয়ে পণ্য ও মূল্যতালিকা সার্চ করে।
উদ্দীপকে হাফিজ লেখাপড়া শেষ করে 'রকমারি টি-শার্ট' নামে ব্যবসায় শুরু করে। সে ফেসবুক ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে টি-শার্টের বিজ্ঞাপন প্রদান করে। এক্ষেত্রে পণ্যের প্রচারে সে অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে। ক্রেতারা অনলাইনেই টি-শার্ট ক্রয়ের আদেশ দিতে পারে। অর্থাৎ হাফিজের পণ্যের প্রচার এবং বিক্রয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি যেহেতু খুচরা বিপণন করেন সেহেতু তার বিপণন পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে ই-রিটেইলিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের হাফিজ অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে বলে আমি মনে করি।
আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা হলো ই-রিটেইলিং। ই-রিটেইলিং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুবিধা নিশ্চিত করে।
উদ্দীপকে হাফিজ ই-রিটেইলিং-এর সাথে জড়িত। তিনি 'রকমারি টি-শার্ট' নামে অনলাইনে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। এতে দেশের যেকোনো মানুষ তার পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ওয়েব সাইটে তার টি-শার্ট দেখে যে কেউ অর্ডার করতে পারে যেটি অন্যান্য ব্যবাসায়ীদের ক্ষেত্রে অসম্ভব। ফেসবুকে স্বল্প খরচে হাফিজ পণ্যের প্রচার করে অন্য ব্যবসায়ীদের থেকে এগিয়ে থাকেন।
হাফিজ ই-রিটেইলিং-এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। তিনি স্বল্প সময়ে পণ্যের অর্ডার গ্রহণ করে পণ্য সরবরাহ করতে পারেন। অনলাইনে বিজ্ঞাপন খরচ কম এবং বাজার সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। সুতরাং সময়, ব্যয়, বাজার প্রভৃতি বিবেচনায় হাফিজ অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ সুমন ও কাজল দুই জন ব্যবসায়ী বন্ধু। তারা X লি. ব্যাংকের গ্রাহক। ব্যাংকটির গ্রাহকরা যেকোনো শাখা হতে লেনদেন করতে পারে। সুমন ব্যাংকের এমন একটি কার্ড ব্যবহার করেন যার দ্বারা কেনাকাটা ও ATM বুথ হতে টাকা তোলা যায় নিজের জমানো টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে কাজল একটি কার্ড ব্যবহার করে যার দ্বারা সুমনের ন্যায় সুবিধা পায় এবং জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারে।
[ব. বো. ১৬]

ক. ই-বিজনেস কী? ১
খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. X লি. ব্যাংকটি গ্রাহকদের কোন ধরনের সুবিধা দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুমন ও কাজলের ব্যবহৃত কার্ড দুটির মধ্যে ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ হতে কোনটি ভালো? মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বা সেবা উৎপাদন হতে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত তথ্য আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয়, মার্কেটিং প্রভৃতি যাবতীয় কার্যাবলির সমষ্টিকে ই-বিজনেস বলে।

খ কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য বিনিময় সহজ হয়। এর মাধ্যমে কাজের গতি এবং কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এতে তথ্য হালনাগাদ করে সার্বক্ষণিক ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব হয়। এভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবসায়ের সাফল্য লাভে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের X লি. ব্যাংকটি গ্রাহকদের ই-ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে।
ই-ব্যাংকিং হলো ইলেকট্রনিক উপায়ে ব্যাংকিং সেবা দান। এটি একটি প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা।
উদ্দীপকের X লি. ব্যাংকটি একটি আধুনিক ব্যাংক। ব্যাংকটির গ্রাহকরা যেকোনো শাখায় লেনদেন করতে পারেন। ব্যাংকটির গ্রাহকেরা ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারে। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড হলো ই-ব্যাংকিং পণ্য। সুতরাং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ইলেকট্রনিক উপায়ে X লি. ব্যাংকটি গ্রাহকদের যে ব্যাংকিং সুবিধা দিচ্ছে তা নিঃসন্দেহে ই-ব্যাংকিং।

ঘ উদ্দীপকের সুমন ও কাজলের ব্যবহৃত কার্ড দুটির মধ্যে ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রেডিট কার্ডই সর্বোত্তম।
ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড হলো ই-ব্যাংকিং পণ্য। কার্ড দুটি ব্যবহার করে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন এবং লেনদেনের বিল পরিশোধ করা যায়।
উদ্দীপকের X লি. ব্যাংকটি সুমনকে ডেবিট কার্ড সরবরাহ করেছে। তাই সুমনের ব্যাংক হিসাবে যতক্ষণ টাকা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এটি ব্যবহার করে কেনাকাটা ও ATM বুথ হতে টাকা তুলতে পারেন। অন্যদিকে, উদ্দীপকে X লি. কাজলকে ক্রেডিট কার্ড সরবরাহ করেছে। কারণ ব্যাংক হিসাবে টাকা না থাকলেও কাজল কার্ডটি ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন ও বিল পরিশোধ করতে পারেন।
ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংকের সুদ অর্জিত হয় না। কিন্তু ক্রেডিট কার্ড এক ধরনের ঋণ। ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে ব্যাংক চার্জ এবং সুদ আদায় করে। যত বেশি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার হবে তত বেশি ব্যাংকের আয় হবে। সুতরাং X লি. ব্যাংকের জন্য ক্রেডিট কার্ডই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১১ অহনা তার ছেলের জন্মদিনে কিছু উপহার দিতে চায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য তিনি শপিং-এ যেতে পারছেন না। তিনি তার এক সহকর্মীর পরামর্শে ইন্টারনেটে Online Store এ প্রবেশ করে তার ছেলের জন্য ঘড়ি দেখে এবং পছন্দ করে। ঘড়িটি ক্রয় করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করে। এতে তার ক্রয়ের কাজ সহজ হয়ে যায়।
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. নারী উদ্যোক্তা কে? ১
খ. "ICT"-এর ব্যবহার ব্যাংকিং ব্যবসায় কে সহজতর করেছে"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ই-বিজনেসের কোন ক্ষেত্রটির উল্লেখ আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অহনার পণ্যের মূল্য পরিশোধ প্রণালি কিরূপ হতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নারী একক মালিকানায় বা অংশীদারি ও কোম্পানির ক্ষেত্রে ৫১% শেয়ারের মালিক হলে তাকে নারী উদ্যোক্তা বলে।

খ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে যে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদিত হয় তাকে ই-ব্যাংকিং বলে।
আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ যেমন: আমানত গ্রহণ, চেক গ্রহণ, অর্থ উত্তোলন ইত্যাদি সহজ হয়েছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ করা যায়। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার সাথে সেকেন্ডেই যোগাযোগ করা যায় ইত্যাদি কারণে বলা যায়, ICT এর ব্যবহার ব্যাংকিং ব্যবসায়কে সহজতর করেছে।

গ উদ্দীপকে ই-বিজনেসের ব্যবসায় থেকে ভোক্তা (Business to consumer or B2C) ক্ষেত্রটির উল্লেখ আছে।
এটি ই-বিজনেসের একটা বিশেষ রূপ। এখানে কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ছাড়াই সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রাহক পণ্য ক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ইন্টারনেটের দোকানের ওয়াবসাইটে গিয়ে পণ্য ও মূল্য তালিকা থেকে পণ্য পছন্দ করে। অতঃপর অনলাইনে ফরমায়েশ দেয়। মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।
উদ্দীপকের অহনা তার ছেলের জন্মদিনে কিছু উপহার দিতে চায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য তিনি শপিংয়ে যেতে পারছেন না। তিনি ইন্টারনেটে Online store এ প্রবেশ করে তার ছেলের জন্য ঘড়ি দেখেন। ঘড়ি পছন্দ করে ক্রয় করেন। ঘড়ির মূল্য তিনি অনলাইনেই পরিশোধ করেন। তার এই কাজ ই-বিজনেসের B2C এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং উদ্দীপকেই-বিজনেসের B2C ক্ষেত্রটির উল্লেখ আছে।

http://teachingbd.com

ঘ অহনা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করেন।
ডেবিট কার্ড ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে ইস্যুকৃত এক ধরনের প্লাস্টিক 'কার্ড'। এটি নগদ অর্থ ও চেকের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। গ্রাহক গোপন নাম্বার ব্যবহার করে টাকা পরিশোধ করে থাকে। টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
উদ্দীপকের অহনা তার ছেলের জন্মদিন উপহার দিতে চান। কিন্তু তিনি ব্যস্ততার জন্য সময় পাচ্ছেন না। তাই তিনি Online store এ গিয়ে তার ছেলের জন্য ঘড়ি পছন্দ করেন। অনলাইনে ফরমায়েশ দেন। মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে তিনি ডেবিট কার্ড ব্যবহার করেন।
ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অহনা তার ক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেন। এক্ষেত্রে তার কার্ডে আগে টাকা জমা রাখতে হয়। ঐ টাকা গোপন নাম্বার ব্যবহার করে মূল্য পরিশোধ করেন। তিনি অনলাইনের ক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে তার কার্ডের নাম্বার দেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ঐ নাম্বার ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য রেখে দেন। এতে সময় ও কাজ সহজ হয়।

প্রশ্ন ▶ ১২ XY কোম্পানি লি. একটি সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। তারা সাইকেলের বিভিন্ন পার্টস অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করে আনে। কোম্পানির ব্যবস্থাপক দেখলেন পার্টস শেষ হয়ে যাওয়ার আগে পুনরায় ক্রয় করতে না পারার কারণে উৎপাদন কিছু সময় থেমে থাকে। তাই তিনি এক্ষেত্রে একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করলেন যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কখন কতটি পার্টস ব্যবহৃত হচ্ছে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত হয়, যেন আগে থেকে পুনরায় ফরমায়েশ প্রদানের ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সতর্ক হতে পারেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. যোগাযোগ কী? ১
খ. উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিতে কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত কোম্পানির ব্যবসায় কি অনলাইন ব্যবসায়?- তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য ও সংবাদ বিনিময় করা হলে তাকে যোগাযোগ বলে।

খ প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মচারীগণ কোনো সংবাদ নিয়ে উর্ধ্বতনদের সাথে যোগাযোগ করলে তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে।
পণ্য বাজার, প্রতিযোগীদের অবস্থা এসব তথ্য জানাতে নিম্ন পর্যায়ের কর্মীরা এ ধরনের যোগাযোগ করে থাকে। আবার উর্ধ্বতন নির্বাহীগণের পাঠানো সংবাদের উত্তর প্রদান, পরামর্শ প্রদানে এ যোগাযোগ করা হয়। এতে তথ্যের প্রবাহ উর্ধ্বমুখী হয়। মূলত নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ উচ্চ পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ করায় এটি উর্ধ্বগামী যোগাযোগ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।
কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণই হলো তথ্য প্রযুক্তি। এক্ষেত্রে ডেটাবেজ তৈরি, সফটওয়্যার কেন্দ্রিক ইনপুট ও আউটপুট ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের উপস্থাপন করা যায়। এতে তথ্য সম্পর্কে সহজে ধারণা পাওয়া যায়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।
উদ্দীপকে XY কোম্পানি লি. তাদের সাইকেলের বিভিন্ন পার্টস অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করে আনে। কোম্পানির ব্যবস্থাপক দেখলেন, পার্টস শেষ হওয়ার আগে পুনরায় ক্রয় করতে না পারলে উৎপাদন থেমে থাকে। পরবর্তীতে তিনি কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করেছেন। এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত পার্টস সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলে আগে থেকে পুনরায় ফরমায়েশ প্রদানের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারছেন। সফটওয়্যার ভিত্তিক এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে তথ্যপ্রযুক্তির মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণে উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার না করায় উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানি ব্যবসায় অনলাইন ব্যবসায় নয়।
অনলাইন ব্যবসায়ে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে সম্পন্ন হয়। এছাড়া পণ্য উৎপাদনের আগে কাঁচামাল সরবরাহকারীকে অনলাইন মাধ্যমে ফরমায়েশ প্রদান করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে XY কোম্পানি লি. আগে থেকে ব্যবহৃত পার্টস সংক্রান্ত তথ্য জানতে না পারায় পুনরায় পার্টস ক্রয় করতে পারেনি। এতে উৎপাদন কিছু সময় বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার পার্টস সংক্রান্ত তথ্য এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। এতে ব্যবস্থাপক পুনরায় ফরমায়েশ প্রদানে সতর্ক হতে পারছেন। ফরমায়েশ প্রদানে XY কোম্পানি লি. ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি। কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করায় প্রতিষ্ঠানটি শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফরমায়েশ প্রদান করা হলে যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারও হতো। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি অনলাইন ব্যবসায়ে পরিণত হতো। অতএব, ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদন না করায় উদ্দীপকে বর্ণিত কোম্পানিটির ব্যবসায় অনলাইন ব্যবসায় নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. শিহাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আশানুরূপ চাকরি না পেয়ে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নিল। যেখানে তার কোন বিক্রয়কেন্দ্র থাকবে না। ওয়েবসাইট ও ফোন কলের মাধ্যমে সে খুচরা পণ্যের অর্ডার নিবে এবং তার বিক্রয় কর্মীরা ক্রেতাদের বাসায় পণ্যটি পৌঁছে দিবে। এতে একদিকে যেমন তার খরচ বাঁচবে অন্যদিকে ক্রেতাও ঘরে বসে তাদের পছন্দের পণ্যটি পাবে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. PIN-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ই-ব্যাংকিং এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. শিহাব কোন ধরনের ব্যবসায়ের চিন্তা করছেন বলে তুমি মনে করো? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩
ঘ. তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে মি. শিহাবের এ উদ্যোগ কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PIN এর পূর্ণরূপ হলো Personal Indentification Number.

খ আধুনিক ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করাকে ই-ব্যাংকিং বলে।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং সুবিধা দেয়া যায়। এক্ষেত্রে স্বল্প সময় ও ব্যয়ে অর্থ জমা, উত্তোলন ও স্থানান্তর করা যায়। তাছাড়া ই-ব্যাংকিং ATM কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকদের ২৪ ঘণ্টা লেনদেন সুবিধা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহককে অনলাইনে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে তার ব্যাংক একাউন্টে প্রবেশ করতে হয়। তারপর পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ব্যাংকিং কাজ করতে হয়।

গ মি. শিহাব ই-রিটেইলিং ব্যবসায়ের চিন্তা করছেন।
ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে খুচরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে পণ্য ও সেবা নিয়ে বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ইন্টারনেট বা ফোন কলের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার দিয়ে থাকে। বিক্রেতা ক্রেতার ঠিকানায় অর্ডারকৃত পণ্য পৌঁছে দেয়। তার মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতা বিক্রেতাকে তার ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য দিয়ে থাকে। বিক্রেতা উক্ত তথ্য ব্যবহার করে পণ্যের মূল্য আদায় করেন।
উদ্দীপকে মি. শিহাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আশানুরূপ চাকরি না পেয়ে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত নিল। যেখানে কোন বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে না। ওয়েবসাইট ও ফোন কলের মাধ্যমে সে খুচরা পণ্যের অর্ডার নিবে বিক্রয় কর্মীরা ক্রেতাদের বাসায় পণ্যটি পৌঁছে দিবে। তার এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে ই-রিটেইলিং-এর মিল রয়েছে। সুতরাং মি. শিহাব ই-রিটেইলিং ব্যবসায়ের চিন্তা করছেন।

http://teachingbd.com

ঘ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মি. শিহাবের উদ্যোগ যুক্তিযুক্ত।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয়েছে। এতে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, প্রমোশন সব ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছে। ফলে ক্রেতা বা ভোক্তার রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। ই-কমার্স, ই-বিজনেস, ই-রিটেইলিং, ই-ব্যাংকিং-এর মতো পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, যা ব্যবসায়ের কাজকে আরও সহজ করেছে।
উদ্দীপকে মি. শিহাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আশানুরূপ চাকরি না পেয়ে ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত নিল। যেখানে তার কোন বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে না। ওয়েবসাইট ও ফোন কলের মাধ্যমে সে খুচরা পণ্যের অর্ডার নিবে। অর্ডার মতো পণ্য ক্রেতার কাছে পৌছে দিবে। এতে তার খরচ বাঁচবে। ক্রেতারাও ঘরে বসেই পছন্দের পণ্যটি পাবে। তা ব্যবসায়টি ই-রিটেইলিং ব্যবসায়।
প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ব্যবসায় জগতে যেমন নতুন নতুন ধারণার জন্ম হচ্ছে। তেমনি তা ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় হচ্ছে। ক্রেতারা আগের মতো দোকানে গিয়ে পণ্য ক্রয় পছন্দ করে না, বরং ঘরে বসেই তারা প্রয়োজনীয় পণ্য পেতে পছন্দ করে। তাছাড়া পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি বেশি পছন্দ করে। নগদ টাকা হাতে নিয়ে লেনদেনের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছে। মি. শিহাবের উদ্যোগটি যুগোপযোগী ই-রিটেইলিং একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ক্রয়বিক্রয়ের জন্য। ক্রেতারা অনলাইনে বা ফোন কলের মাধ্যমে পণ্য ঘরে বসেই পেতে চায়। যা মি. শিহাবের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রদান করছে। এতে সে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় করে সফল হতে পারবে। সুতরাং তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে মি. শিহাবের এ উদ্যোগ যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১৪ "সমতা" একটি অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা। প্রতি বছর একুশে বইমেলায় স্টল দিয়ে বই বিক্রি করলেও এ বছর প্রকাশনাটি কোন স্টল দেয়নি। কিন্তু প্রকাশনাটি ওয়েবসাইটে অর্ডার গ্রহণ করে বিক্রেতাদের কাঙ্ক্ষিত বই সরবরাহ করছে। সমতা প্রকাশকের বাণিজ্য পদ্ধতিটি দেখে অন্য প্রকাশনীও এ পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনা করার কথা ভাবছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. ক্রেডিট কার্ড কী? ১
খ. ই-মার্কেটিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সমতা প্রকাশনী কোন পদ্ধতিতে বই সরবরাহ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কী মনে করো উক্ত বাণিজ্যিক পদ্ধতিটি অন্যান্য প্রকাশনীর জন্য যৌক্তিক? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্লাস্টিক চৌম্বকীয় ইলেকট্রনিক কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক স্বল্পমেয়াদি ঋণ সুবিধা পাওয়াসহ বাকিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারে তাকে ক্রেডিট কার্ড বলে।

খ ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মার্কেটিং কার্যক্রম পরিচালনাই হলো ই-মার্কেটিং।
ক্রয়-বিক্রয়, নতুন বাজার সৃষ্টি, ভোক্তাদের আকৃষ্টকরণ প্রভৃতি মার্কেটিং এর কার্যাবলি। ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে এ কাজগুলো করা হলে তা হয় ই-মার্কেটিং। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট, ই-মেইল, মোবাইল ফোন, ডেবিট, কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এ ধরনের ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহৃত হয়।

গ সমতা প্রকাশনী ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে বই সরবরাহ করেছে।
ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতার কাছে সরাসরি খুচরা পণ্য বিক্রয় করাই হলো ই-রিটেইলিং। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত পণ্য খোঁজ করে, অনলাইনেই অর্ডার দেয় ও মূল্য পরিশোধ করে। বিক্রেতা গ্রাহকের ঠিকানায় অর্ডার অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে থাকে।
উদ্দীপকে 'সমতা' প্রকাশনা সংস্থা প্রতি বছর একুশে বইমেলায় স্টল দিলেও এ বছর দেয়নি। প্রকাশনাটি ওয়েবসাইটে অর্ডার গ্রহণ করে ক্রেতাদের কাঙ্ক্ষিত বই সরবরাহ করেছে। এক্ষেত্রে ক্রেতারা সংস্থাটির ওয়েবসাইটে বইয়ের তালিকা থেকে নির্দিষ্ট বই বাছাই করেছে। ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট জায়গায় কার্ড নম্বর প্রদান করে মূল্য পরিশোধ করেছে। পরবর্তীতে ক্রেতাদের ঠিকানানুযায়ী অর্ডারকৃত বই প্রকাশনাটি পৌছে দেয়। পণ্য সরবরাহের এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে ই-রিটেইলিং পদ্ধতির মিল রয়েছে। সুতরাং, অনলাইনের মাধ্যমে সমতা প্রকাশনী ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে বই সরবরাহ করেছে।

ঘ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে টিকে থাকতে ই-রিটেইলিং বাণিজ্যিক পদ্ধতিটি গ্রহণ অন্যান্য প্রকাশনীর জন্য যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে বিক্রেতা ক্রেতাকে অনলাইনে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ দেয়। এক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়ের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। গ্রাহকও ঘরে বসে পণ্য ক্রয় করতে পারে। ফলে উভয় পক্ষের সময় ও অর্থ খরচ কমে যায়।
উদ্দীপকে 'সমতা' প্রকাশনা সংস্থা এ বছর বইমেলায় স্টল দেয়নি। এর পরিবর্তে তারা ওয়েবসাইটে অর্ডার গ্রহণ করে ক্রেতাদের বই সরবরাহ করেছে। তাদের পদ্ধতি দেখে অন্যান্য প্রকাশনীও একইভাবে ব্যবসায় পরিচালনার কথা ভাবছে। অনলাইনে এভাবে বই সরবরাহের পদ্ধতিটি হলো ই-রিটেইলিং। এ পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনার ফলে 'সমতা' প্রকাশনা সংস্থা বিশ্বের যেকোনো স্থানে বই পৌছাতে পারছে। ঘরে বসে ক্রয়ের সুযোগ পাওয়ায় ক্রেতারাও এই প্রকাশনা থেকে বই কিনতে আগ্রহী হচ্ছে। অন্যদিকে অন্য প্রকাশনাগুলোকে এক্ষেত্রে আলাদা স্টল পরিচালনা খরচ নির্বাহ করতে হয়। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্টল হওয়ায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় বইয়ের তথ্য পাঠাতে পারে না। ফলে প্রকাশনাগুলো নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ই-রিটেইলিং বাণিজ্যিক পদ্ধতিটি গ্রহণ অন্যান্য প্রকাশনীর জন্য সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ কামাল পড়ালেখা শেষ করে মিরপুর ক্যাপিটাল মার্কেটে 'রং বেরং টি-শার্ট' নামে একটি রেডিমেড দোকান শুরু করে। সে 'টি' শার্ট বিক্রয়ের জন্য সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপন দেখে ক্রেতা সাধারণ যেকোনো সময় পছন্দনুসারে 'টি' শার্ট সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে তার দোকানে ক্রেতা সমাবেশ তুলনামূলকভাবে বেশি ঘটে। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. PIN -এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কামাল কোন ধরনের অনলাইন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত?— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো কামাল অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে অধিক সুবিধা ভোগ করে? উদ্দীপকের আলোকে উত্তর দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PIN এর পূর্ণরূপ হলে- Personal Identification Number।

খ মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহককে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদানই হলো মোবাইল ব্যাংকিং।
মোবাইল ব্যাংকিং হচ্ছে তারবিহীন ও শাখাবিহীন টেলিযোগাযোগ ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মোবাইলে যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো অর্থ জমাদান, উত্তোলন, স্থানান্তর, মূল্য ও বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা প্রাপ্তি, বৈদেশিক আয় দেশে প্রেরণ প্রভৃতি।

গ কামাল যে ধরনের অনলাইন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত তা হলো ই-রিটেইলিং (Elctronic Retailig)।
মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সহযোগিতা ছাড়াই ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার অথবা ফোন কলের মাধ্যমে ভোক্তা বা ক্রেতার কাছে খুচরা পণ্য বা সেবা সরাসরি সরবরাহ করাকেই ই-রিটেইলিং বলে। অর্থাৎ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ ক্রেতার নিকট খুচরা পণ্য বা সেবা অনলাইনে সরাসরি বিক্রয়ের প্রক্রিয়া হলো ই-রিটেইলিং।
উদ্দীপকের কামাল পড়ালেখা শেষে 'রং বেরং টি-শার্ট' নামে একটি তৈরি পোষাকের দোকান শুরু করে। সে টি শার্ট বিক্রয়ের জন্য সামাজিক

http://teachingbd.com

মাধ্যম ফেসবুক ও বিভিন্ন ধরনের ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপন দেখে ক্রেতারা যেকোনো সময় পছন্দমতো টি শার্ট সংগ্রহ করতে পারে। এখানে দেখা যায়, কামাল কোনো ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সহযোগিতা ছাড়াই ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতাদের নিকট খুচরা পণ্য বিক্রয় করছে। তাই তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে ই-রিটেইলিং বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের কামাল ই-রিটেইলিং-এর সুবাদে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে অধিক সুবিধা ভোগ করবে।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট খুচরা পণ্য বিক্রয় করাই হলো ই-রিটেইলিং। এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বহু সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে পণ্য সম্পর্কে জানানো যায়। এতে অর্থ ও সময় ব্যয় কম হয়।

উদ্দীপকের কামাল ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। তার দেওয়া বিজ্ঞাপনের সুবাদে ক্রেতারা যেকোনো সময় পছন্দমতো টি শার্ট সংগ্রহ করতে পারে। এজন্য তার দোকানে ক্রেতাদের ভিড়ও বেশি থাকে।

এই কৌশলের কারণে কামালের ব্যয় হ্রাস পাবে, প্রচার বেশি হবে। সম্ভাব্য ক্রেতারাও ঘরে বসেই তাদের চাহিদামতো বা কাঙ্ক্ষিত পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে। একসাথে অনেক পণ্য দেখে পরস্পরের তুলনা করে ক্রেতারা পণ্য বাছাই বা পছন্দ করতে পারে। এতে তাদেরও সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। তাই তিনি অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি সুবিধা পাবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. আলী গরিব হলেও সমাজহিতৈষী মানুষ। বাজারে তার মুদির দোকান। তিনি দেখেন দেশে বড় কোনো দুর্যোগ হলে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনেক অর্থ জমা দেয়। গণমাধ্যমে তা ফলাও করে প্রচার হয়। তারা স্কুল ও কলেজ তৈরি করে। মি. আলী ভাবেন তিনি ক্রেতাদের ঠকান না, মাপে কম দেন না। ভালো মাল দিতে সচেষ্ট থাকেন। তার সামর্থ্যের মধ্যে তিনি যা করছেন এতেই তিনি সন্তুষ্ট। *[নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা কী? ১

খ. বায়ুদূষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আলী যাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের পরিচালনাগত বিষয়ে কোনটি সঠিক ও বেঠিক, কোনটি ন্যায় ও অন্যায় তা বিচারের মাপকাঠিকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলে।

খ স্বাভাবিক উপাদানের বাইরে বায়ুতে যখন নানা ধরনের ধোঁয়া, গ্যাস, ধুলাবালিসহ বিভিন্ন খারাপ উপাদান যুক্ত হয় তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে।

পরিবহনের গাড়িগুলো প্রতিদিন যে পরিমাণ ধোঁয়া ছড়াচ্ছে তাকে ঢাকার বাতাস দূষিত হচ্ছে। ইটের ভাটা আমাদের দেশে বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। শিল্প কারখানার ধোঁয়াও মারাত্মকভাবে বায়ুদূষণ করছে। যার ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। এভাবেই সামগ্রিকভাবে বায়ু দূষিত হচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

গ উদ্দীপকের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে।

ব্যবসায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলো সরকার। সরকার প্রণীত নীতিমালা ও আইনের ভিত্তিতেই ব্যবসায় পরিচালিত হয়। দেশের ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি ব্যবসায়েরও সরকারের প্রতি দায়িত্ব আছে।

উদ্দীপকে মি. আলী গরিব হলেও সমাজহিতৈষী মানুষ। বাজারে তার একটি মুদির দোকান আছে। তিনি দেখেন দেশে বড় কোনো দুর্যোগ হলে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনেক অর্থ জমা দেয়। অর্থাৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা করার জন্য সরকারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। যা ব্যবসায়ীদের সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্বে অন্তর্গত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে।

ঘ উদ্দীপকে মি. আলী ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে। যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

ক্রেতা বা ভোক্তারা হলেন ব্যবসায়ের প্রাণ। কারণ ক্রেতারা পণ্য কিনলে তবেই ব্যবসায় টিকে থাকবে, অন্যথায় ব্যবসায় অর্থহীন। তাই ক্রেতাদের আস্থা ও সহযোগিতার ওপর ব্যবসায়ের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

উদ্দীপকে মি. আলী গরিব হলেও তিনি একজন সমাজহিতৈষী মানুষ। বাজারে তার একটি মুদির দোকান আছে। তিনি কখনও গ্রাহকদের ঠকান না, মাপে কম দেন না। ভালো মাল দিতে সচেষ্ট থাকেন। অর্থাৎ তার সামর্থ্যের মধ্যে যা করা সম্ভব তিনি তাই করছেন।

ব্যবসায়কে দীর্ঘদিন যাবত টিকিয়ে রাখতে হলে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। কারণ গ্রাহকরাই ব্যবসায়ের মূল উপকরণ। তাই তাদের চাহিদামতো পণ্য উৎপাদন করতে হবে। ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে হবে, পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে হবে। মাপে কম দেওয়া যাবে না প্রভৃতি। উদ্দীপকের মি. আলীও গ্রাহকদের কথা চিন্তা করে তার ব্যবসায়টি পরিচালনা করছে। এতে তার ব্যবসায়ের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা বাড়বে। তাই বলা যায়, মি. আলী ক্রেতা ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর টেলিফোনে পণ্য দ্রব্যের অর্ডার গ্রহণ ও সরবরাহ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে বিক্রয় পরিচালনায় করে প্রতিষ্ঠানটি বাজরে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে কোম্পানিটি নতুন নতুন ক্রেতা সৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছিলো না। তাই ভোক্তা কেন্দ্রিক অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা ভাবছে। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. ই-কমার্স কী? ১

খ. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা কী? ২

গ. আবরণী ডিপার্টমেন্ট সেন্টার অনলাইনে কোন পদ্ধতিতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করার কথা ভাবছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতে আবরণী ডিপার্টমেন্ট কোম্পানির অনলাইন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয় করাকে বলা হয় ই-কমার্স।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

এর মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে একে অপরের সাথে দ্রুত তথ্য বিনিময় করা সম্ভব। এতে যোগাযোগের সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়। ফলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দ্রুত সফলতা লাভ করা যায়। তাই বলা যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর অনলাইনে ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের কথা ভাবছে।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা অনলাইনে সরাসরি বিক্রয় করার প্রক্রিয়া হলো ই-রিটেইলিং। এর মাধ্যমে সহজে পণ্য সম্পর্কিত তথ্য ক্রেতাদের কাছে পৌছানো যায়। ক্রেতা ঘরে বসেই পছন্দ অনুযায়ী পণ্যের অর্ডার করতে পারেন। বিক্রেতা ক্রেতার ঠিকানায় পণ্য পৌছে দেন।

উদ্দীপকে আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর টেলিফোনে পণ্যদ্রব্যের অর্ডার গ্রহণ ও সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছিলো না। তাই প্রতিষ্ঠানটি ভোক্তাকেন্দ্রিক অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা ভাবছে। এমন একটি পদ্ধতি হলো ই-রিটেইলিং। এতে ক্রেতা ঘরে বসেই নিজের পছন্দ অনুযায়ী পণ্যটি পেতে পারেন। ক্রেতা বা ভোক্তাকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করায় এ পদ্ধতি ভোক্তাকেন্দ্রিক। সুতরাং বলা যায়, আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর অনলাইনে ই-রিটেইলিং পদ্ধতিতে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের কথা ভাবছে।

http://teachingbd.com

ঘ ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতে আবরণী ডিপার্টমেন্ট কোম্পানির অনলাইন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

ই-বিজনেস বা অনলাইন ব্যবসায়ের একটি বিশেষ রূপ হলো ই-মার্কেটিং। এ পদ্ধতিতে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ছাড়াই গ্রাহক সরাসরি অনলাইনে খুচরা পণ্য ক্রয় করতে পারেন। নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পণ্যের তালিকা দেখে গ্রাহক ঘরে বসেই অর্ডার করেন। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের পর বিক্রেতা গ্রাহকের ঠিকানায় পণ্য পৌঁছে দেন।

উদ্দীপকে আবরণী ডিপার্টমেন্ট স্টোর টেলিফোনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করায় নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করতে পারছিল না। তাই ভোক্তাকেন্দ্রিক অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ধরনের পদ্ধতি হলো ই-রিটেইলিং। গ্রাহক এ পদ্ধতিতে সহজে পণ্য ক্রয় করে থাকেন।

ই-রিটেইলিং প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহক তাদের ওয়েবসাইট থেকে পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাবেন। অনলাইনেই অর্ডার ও মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়া ঘরে বসেই পণ্যটি পাবেন। এতে গ্রাহকের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হওয়ায় এ পদ্ধতিতেই পণ্য ক্রয়ে আকৃষ্ট হবেন। অতএব, ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতে অনলাইনে ই-রিটেইলিং ব্যবহারের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানটির জন্য সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. হাসান একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী। তিনি কেনাকাটা করার সময় পান না বলে ইন্টারনেটে পণ্যের ফরমায়েশ দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করেন। ব্যক্তিগত বিভিন্ন পণ্য বাড়িতে বসেই সংগ্রহ করেন। আর মূল্য পরিশোধেও একটি কার্ড ব্যবহার করেন। গত সপ্তাহে একটি মোবাইল ফোন কিনেন, যার মূল্য কার্ডে জমাকৃত অর্থের চেয়ে বেশি হলেও অর্থ পরিশোধে অসুবিধা হয়নি। জমাতিরিক্ত অর্থ খরচের সুবিধার জন্য এই কার্ডটি তিনি গ্রহণ করেছেন। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. সৃজনশীল মানসিকতা কী? ১

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে ঘরে বসে পণ্য সংগ্রহের কোন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে অর্থ পরিশোধে ব্যবহৃত কার্ডটি ব্যবহারের সুবিধা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নতুন তৈরি করা বা ধ্যান-ধারণার ইচ্ছাকে সৃজনশীল মানসিকতা বলে।

খ তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কম্পিউটারাইজ ব্যবস্থাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।

এ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যায়। এতে কাজের গতি বাড়ে। কর্মীর কাজের দক্ষতা বাড়ে। কোনো ব্যক্তি অফিসে বসেই যাবতীয় যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এতে ব্যবসায় বাণিজ্যে গতিশীলতা আসে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

গ ঘরে বসে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'ই-কমার্স' পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

ই-কমার্স পদ্ধতিতে অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য, সেবা ও তথ্যের ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর বা বিনিময় করা যায়। ই-কমার্স মূলত বাইরের বিভিন্ন পক্ষের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে পণ্য পছন্দ করে। চাহিদা অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করে ফরমায়েশ প্রদান করে। ক্রেতা অনলাইনে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পণ্য পৌঁছে দেয়।

উদ্দীপকে মি. হাসান একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী। তিনি কেনাকাটা করার সময় পান না বলে ইন্টারনেটে পণ্যের ফরমায়েশ দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করেন। তিনি পণ্য বাড়িতে বসেই সংগ্রহ করেন। তিনি পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিজেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি বলে দেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে। তার এই কাজ ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায় যে, ঘরে বসে পণ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি ই-কমার্সের।

ঘ উদ্দীপকে অর্থ পরিশোধে ব্যবহৃত কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড।

ক্রেডিট কার্ড আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে সাহায্য করে। এই কার্ড গ্রাহককে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। এতে কত টাকা পর্যন্ত এ সুবিধা দেয়া হবে তা নির্দিষ্ট থাকে। সর্বোচ্চ অনুমোদিত ব্যালেন্স পর্যন্ত গ্রাহক ঋণ সুবিধা পেতে পারে।

উদ্দীপকের মি. হাসান একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী। তিনি কেনাকাটার সময় না পাওয়ায় অনলাইনে পণ্যের ফরমায়েশ দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করেন। বাড়িতে বসে তিনি পণ্য সংগ্রহ করেন। আর মূল্য পরিশোধে তিনি একটি কার্ড ব্যবহার করেন। গত সপ্তাহে তিনি মোবাইল কিনে ঐ কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করেন। কার্ডে জমার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করতে পারেন। তার কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড হওয়ায় তিনি এ সুবিধা পেয়েছেন।

ক্রেডিট কার্ড লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি কমায়। এই কার্ডটি গ্রাহককে যেকোনো মূল্য পরিশোধে সাহায্য করে। তবে এক্ষেত্রে তাকে পূর্বে টাকা জমা করতে হয়। এ জমাকৃত অর্থ সময়মতো কার্ডের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত গ্রাহক ব্যবহার করতে পারেন। ঐ অর্থ ঋণ হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু ঋণের জন্য কোনো জামানত রাখতে হয় না। ফলে গ্রাহক স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিশ্চিন্তে যেকোনো সময় লেনদেন করতে পারেন। মি. হাসানের মতো গ্রাহকরা এই কার্ড ব্যবহার করে দেশের সামগ্রিক ক্রয়-বিক্রয় সহজ করতে পারে। ফলে দেশের আয় বাড়বে। তাছাড়া ব্যক্তিগত উপকারও সাধিত হয়। সুতরাং অর্থ পরিশোধে ব্যবহৃত কার্ডটি ব্যবহারের সুবিধা অনেক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মাসান্তে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন বিল পরিশোধ নিয়ে ব্যবসায়ী জসিমকে এখন আর দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। বিগত কয়েক বছর থেকে অনলাইনে এ সকল বিলের অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি দেশে চালু হয়েছে। ফলে যেকোনো সময় কাজের ফাঁকে ব্যাংকে না উপস্থিত হয়েও সে এ সকল বিল পরিশোধ করতে পারছে। এমনকি গত বছর সে অনলাইনে আয়করও প্রদান করেছে। *[বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. সৃজনশীল মানসিকতা একজন সফল উদ্যোক্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্ধতির সাথে ই-কমার্সের কোন পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রযুক্তির কল্যাণে জসিমের জীবন বেশ স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছে- তুমি কী এর সাথে একমত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ যে ব্যক্তি নতুন চিন্তা মাথায় রেখে তা বাস্তবায়নে কাজ করে তাকে উদ্যোক্তা বলে।

সকল উদ্যোক্তার সৃজনশীল গুণ থাকা প্রয়োজন। কারণ নতুন কিছু তৈরির ইচ্ছা পূরণে কোন ব্যক্তি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেই তিনি উদ্যোক্তা হন। সৃজনশীল হলে উদ্যোক্তা সময় ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে উদ্যোগ নিতে পারেন। একজন সৃজনশীল উদ্যোক্তাই পারেন ভোক্তার চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সাথে তার যোগান দিতে।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত পদ্ধতির সাথে ই-কমার্সের অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে।

এ পদ্ধতিতে অনলাইনে ব্যাংকিং কার্যক্রম করা হয়। অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ঘরে বসেই বিভিন্ন ব্যাংকিং কাজ (বিল পরিশোধ, টাকা জমাদান, উত্তোলন) করতে পারেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে এ কাজ করা যায়। ব্যক্তি সশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত না হয়েও এ কাজগুলো করতে পারেন।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকের জসিম মাসান্তে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন বিল পরিশোধ নিয়ে চিন্তা করে না। সে আগের মতো অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে টাকা পরিশোধ করে না। অনলাইনে সে বিলের অর্থ পরিশোধ করছে। সে কাজের ফাঁকে ব্যাংকে না গিয়েই তা করতে পারছে। তার এই কাজ ই-কমার্সের অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সাথে মিলে যায়। সুতরাং উদ্দীপকের পদ্ধতির সাথে ই-কমার্সের অনলাইন ব্যাংকিং-এর মিল রয়েছে।

ঘ প্রযুক্তির কল্যাণে জসিমের জীবন বেশ স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছে। আমি এর সাথে একমত।

প্রযুক্তির কারণে জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়েছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারাইজড প্রযুক্তি বেশি ভূমিকা রাখছে। সহজ ও দ্রুত পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদন করতে পারছে ইন্টারনেট প্রযুক্তির কারণে। ই-ব্যাংকিং, ই-বিজনেস, ই-রিটেইলিং, মোবাইল ব্যাংকিং ক্রেডিট কার্ড, EPS, ডেবিট কার্ড ইত্যাদি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকের জসিম এখন আগের মতো আর পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন ইত্যাদি বিল নিয়ে চিন্তা করে না। তাকে ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। কারণ দেশে অনলাইন পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছে। ফলে সে কাজের ফাঁকে যেকোনো সময়ই ঐ কাজগুলো করতে পারছে। এমনকি গত বছর সে অনলাইনে আয়করও দিয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ঘরে বসেই অনেক কষ্টসাধ্য কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে যে কেউ অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার কাজ করতে পারছে। ফলে তাকে সশরীরে গিয়ে কাজ করতে হয় না। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত হয়েছে। ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তির ফলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সশরীরে গিয়ে চুক্তি, লেনদেন ইত্যাদি করতে হচ্ছে না। ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই পণ্য পছন্দ, ক্রয়, বিক্রয় করা যায়। তাছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক ক্যাশ, স্মার্ট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ইত্যাদি পদ্ধতি কাজকে অনেক সহজ করে তুলছে। তাই বলা যায়, প্রযুক্তির কল্যাণে জসিমের জীবন বেশ স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ ২০১৩ সালে ABC ব্যাংক লিমিটেড নামক ব্যাংকটি বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে। গ্রাহকদের সুবিধা বিবেচনায় ব্যাংকটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট দ্বারা ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি গ্রাহকদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দ্বারা অর্থ লেনদেনসহ যাবতীয় আর্থিক বিষয় কার্যাবলি সম্পাদন করছে। সময় ও নিরাপত্তা বিবেচনায় গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকটি দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নতুন একটি ধারণা প্রবর্তন করলেন, যাতে গ্রাহকরা ব্যাংকে না গিয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রের মাধ্যমেই তাদের লেনদেন করতে পারবে।

[কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক. নৈতিকতা কী? ১

খ. "উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা থাকতে হয়"-উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ABC ব্যাংক লিমিটেড কোন ধরনের ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিরাপত্তা বিবেচনায় ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নতুন ব্যাংকিং ধারণাটি কী? যুক্তিসহ তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দ বিচার করার মাপকাঠিকে নৈতিকতা বলা হয়।

খ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাকে মেনে নেয়ার মতো ইচ্ছা থাকাই হলো উদ্যোক্তার ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা।

যেকোনো নতুন উদ্যোক্তার ঝুঁকির বা ক্ষতির আশঙ্কা বেশি থাকে। এ আশঙ্কা আছে জেনেও উদ্যোক্তাকে মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। এছাড়া লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনাও করতে হয়। তাই উদ্যোক্তার ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা থাকতে হয়। কারণ ঝুঁকি ছাড়া ব্যবসায় করা সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকের ABC ব্যাংক লিমিটেড ই-ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত।

ই-ব্যাংকিং-এ ইন্টারনেটে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্ট ব্যাংকের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সুরক্ষিত থাকে। ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক তার একাউন্টে প্রবেশ করে থাকে। এতে যেকোনো স্থান থেকে আমানত গ্রহণ, ঋণ দান, অর্থ স্থানান্তর ও বিনিময় প্রভৃতি কাজগুলো সহজে করা যায়।

উদ্দীপকে ABC ব্যাংক লিমিটেড গ্রাহকের সুবিধা বিবেচনায় নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট দ্বারা ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের দ্বারা গ্রাহকদের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদন করছে। এতে গ্রাহকের সময় সাশ্রয় হচ্ছে ও নিরাপত্তা বজায় থাকছে। কারণ, গ্রাহক নিজেই ঘরে বসে ওয়েবসাইটে গিয়ে তার একাউন্ট পরিচালনা করতে পারছে। এ ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে ই-ব্যাংকিং-এর মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করায় উদ্দীপকের ABC ব্যাংক লিমিটেড ই-ব্যাংকিং -এর সাথে জড়িত।

ঘ নিরাপত্তা বিবেচনায় ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নতুন ব্যাংকিং ধারণাটি হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহককে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার দিয়েই একাউন্ট খোলা হয়ে থাকে। গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটির মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে টাকা জমাদান ও উত্তোলন করতে পারে। আবার ব্যাংকের সাথে এসএমএস আদান-প্রদান করেও লেনদেন সম্পাদন করা যায়।

উদ্দীপকে ABC ব্যাংক লিমিটেড ই-ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সময় ও নিরাপত্তা বিবেচনায় গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকটি দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পরবর্তীতে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নতুন একটি ধারণা প্রবর্তন করেন। এতে গ্রাহকরা ব্যাংকে না গিয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রের মাধ্যমেই তাদের লেনদেন করতে পারবে।

গ্রাহকদের এ ধরনের ব্যবহৃত যন্ত্র হলো মোবাইল ফোন। নিজস্ব মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংকটির সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবে। এতে যেকোনো স্থান থেকে ব্যাংকিং কার্যাবলি করতে পারায় গ্রাহকের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। এছাড়া নিজস্ব ফোন হওয়ায় গ্রাহক তার একাউন্টের নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারবে। এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা হলো মোবাইল ব্যাংকিং। অতএব, নিরাপত্তা বিবেচনায় গ্রাহকের নিজস্ব মোবাইল একাউন্ট থাকার ধারণাটি হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

প্রশ্ন ▶ ২১ একটি আধুনিক ব্যাংকের পত্রিকা বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ :

ক ব্যাংক লিমিটেড		
আমাদের অত্যাধুনিক সেবাসমূহ		
অনলাইন ব্যাংকিং	স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর	হোম ব্যাংকিং
ATM সুবিধা	POS সেবা	অনলাইন ক্রেডিট ট্রান্সফার

তবে যেসব গ্রাহকের ইন্টারনেট নেই তাদেরকেও ব্যাংকের বিভিন্ন তথ্য, যেমন- জমা-উত্তোলনের তথ্য, সুদের হার ইত্যাদি গ্রাহকের কাছে সহজে পৌছাতে চায়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. B_2C কী? ১

খ. বর্তমান সময়কে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক ব্যাংক' কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

http://teachingbd.com

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ীরা সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য বা সেবাসামগ্রী বিক্রয় করলে তাকে বলা হয় B2C (Business to Consumer)।

খ কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াই হলো তথ্যপ্রযুক্তি।

এ প্রযুক্তিতে ডেটাবেজ তৈরি, সফটওয়্যার কেন্দ্রিক ইনপুট ও আউটপুট ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যের উপস্থাপন করা হয়। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। এর সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়ে দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যায়। ফলে পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তথ্যের এই সহজ আদান-প্রদানে সময় ও খরচ সাশ্রয় হওয়ায় বর্তমান সময়কে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলা হয়।

গ 'ক' ব্যাংক 'ই-ব্যাংকিং' ব্যবস্থার প্রচলন করেছে।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করাই হলো ই-ব্যাংকিং। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গ্রাহকের একাউন্ট সুরক্ষিত থাকে। নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক ঘরে বসেই একাউন্ট পরিচালনা করে থাকে। অনলাইন ব্যাংকিং ATM সুবিধা, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এ সেবাগুলো ই-ব্যাংকিং এর অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে 'ক ব্যাংক' তাদের সেবাপ্রদান সম্পর্কে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে। হোম ব্যাংকিং, POS (Point of Sales) অনলাইন ব্যাংকিং, ATM সুবিধা এ ধরনের আর্থিক সেবাগুলো তারা দিয়ে থাকে। গ্রাহকরা ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই এ সেবাগুলো পেয়ে থাকে। এতে সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজন হয় না। ফলে গ্রাহকের অর্থ ও সময় সাশ্রয় হয়। এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে ই-ব্যাংকিং এর মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, অত্যাধুনিক সেবার মাধ্যমে ক ব্যাংক 'ই-ব্যাংকিং' ব্যবস্থার প্রচলন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে 'মোবাইল ব্যাংকিং' উপযুক্ত বলে আমি মনে করি।

মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহককে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার দিয়ে একাউন্ট খোলা হয়ে থাকে। যেকোনো স্থান থেকে এ ব্যবস্থায় টাকা জমাদান ও উত্তোলন করা যায়। এছাড়া এসএমএস আদান-প্রদানের মাধ্যমেও ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা যায়।

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক লিমিটেড ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। তাই, যেসব গ্রাহকের ইন্টারনেট নেই তাদের কাছেও ব্যাংকটি সহজে তথ্য পৌঁছাতে চায়।

ইন্টারনেট ব্যবহার ছাড়াও মোবাইল ফোন এর মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়। 'ক' ব্যাংক লিমিটেড তাদের গ্রাহকদের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেবা দিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রাহকের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার দিয়ে একাউন্ট খোলা যাবে। গ্রাহক ঘরে বসেই এসএমএস এর মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে পারবে। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকের কাছে মোবাইল ফোন থাকায় মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অতএব, ইন্টারনেট অব্যবহারকারী গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে 'ক' ব্যাংক লিমিটেড 'মোবাইল ব্যাংকিং' ব্যবস্থার প্রচলন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. খান ব্যবসায়িক কাজে দুবাই গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর নাতনী সুমীর জন্মদিন এসে গেল। মি. খান তাঁর নাতনীকে কথা দিয়েছিলেন এবারের জন্মদিনে তাকে রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার কিনে দিবেন। মি. খান তার কথা রাখতে অনলাইনের সাহায্য নিলেন। তিনি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে যথাস্থানে উপহারটি পৌঁছে দিল। মূল্য পরিশোধে তিনি তার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলেন। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. উদ্যোক্তা কে? ১

খ. ন্যূনতম চাঁদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উপহার প্রেরণের জন্য মি. খান কোন মাধ্যমের সহায়তা নিয়েছিলেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উপহার প্রেরণের জন্য শুধু ই-কমার্স কি যথেষ্ট ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি বা স্থাপন করেন ঐ ব্যক্তিকে উদ্যোক্তা বলে।

খ কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে প্রাথমিক খরচের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম প্রতিশ্রুত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করাকে ন্যূনতম চাঁদা বলে।

পাবলিক লি. কোম্পানি কাজ শুরুর অনুমতিপত্র সংগ্রহ ও শেয়ার বিলির পূর্বে ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহ করে। এ চাঁদার অর্থ দিয়ে কোম্পানির প্রাথমিক ব্যয় ও গঠন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এ চাঁদা সংগ্রহ ব্যতীত পাবলিক লি. কোম্পানি কাজ শুরুর অনুমতি পায় না।

গ উদ্দীপকে উপহার প্রেরণের জন্য মি. খান ই-কমার্স মাধ্যমের সহায়তা নিয়েছিলেন।

এটি একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক পণ্য-দ্রব্য ও সেবা-কর্ম লেনদেন প্রক্রিয়া। ক্রেতা অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে পণ্য ক্রয় করতে পারে। ক্রেতা তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করে তা অর্ডার দিয়ে থাকে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রেতার নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য প্রেরণ করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ঘরে বসেই পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

উদ্দীপকে মি. খান ব্যবসায়িক কাজে দুবাই গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর নাতনী সুমীর জন্মদিন এসে গেল। মি. খান তাঁর নাতনীকে কথা দিয়েছিলেন এবারের জন্মদিনে রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার কিনে দিবেন। মি. খান তাঁর কথা রাখতে অনলাইনের সাহায্য নিলেন। তিনি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে যথাস্থানে উপহারটি পৌঁছে দিল। তার কাজ ই-কমার্সের আওতাভুক্ত। সুতরাং উপহার প্রেরণের ক্ষেত্রে মি. খান ই-কমার্স মাধ্যমটি ব্যবহার করেন।

ঘ উপহার প্রেরণের জন্য শুধু ই-কমার্সই যথেষ্ট ছিল।

ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে লেনদেন করা হয়। ক্রেতা তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করে অর্ডার দেয়। বিক্রেতা উক্ত অর্ডার গ্রহণ করে। এরপর পণ্যটি ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী উপায়ে অথবা নিজেদের নির্দিষ্ট উপায়ে পাঠায়। পণ্যের মূল্য ক্রেতা অনলাইনেই পরিশোধ করে থাকে।

উদ্দীপকের মি. খান ব্যবসায়িক কাজে দুবাই গেলেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর নাতনীর জন্মদিন চলে এল. মি. খান তার নাতনীকে কথা দিয়েছিলেন এবারের জন্মদিনে তাকে রিমোট কন্টোল হেলিকপ্টার কিনে দিবেন। মি. খান তাঁর কথা রাখতে অনলাইনের সাহায্য নিলেন। তিনি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি যথা সময়ে যথাস্থানে উপহারটি পৌঁছে দিল।

মি. খান ই-কমার্স পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্যের অর্ডার দেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার অর্ডারটি গ্রহণ করে। মি. খান পণ্য পাঠানোর নির্দেশনা দিয়ে দেন। এতে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য পৌঁছে দেন। তিনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেন। ই-কমার্সের মাধ্যমে মি. খান তার নাতনীর জন্য উপহার ক্রয় করতে পারেন। সুতরাং উপহার প্রেরণের জন্য ই-কমার্সই যথেষ্ট ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা করেছে। এতে আর এখন ব্যবসায়ীদের সময় ব্যয় করে অফিসে অফিসে ঘুরে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না। এছাড়া বাসায় বসেই কর পরিশোধ করার কারণে ব্যাংকের ও আয়কর সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয় না। *[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

http://teachingbd.com

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কাকে বলে? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ই-বিজনেস ব্যবহৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ডিজিটাল ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত ই-বিজনেস এর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসায় স্থাপনকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ কোন বিষয়ে ভালো-মন্দ সম্পর্কে একান্ত ব্যক্তিগত ও স্থায়ী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে।
দীর্ঘদিনের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদির আলোকে ব্যক্তি, দল ও সমাজের মধ্যে এরূপ বোধের সৃষ্টি হয়। এটি মানুষের আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এরূপ বোধ বা আচরণকে সমাজে মূল্যবান ও অনুকরণীয় বলে মনে করা হয়।

গ উদ্দীপকে G2B (Government to Business- সরকার হতে ব্যবসায়) ই-বিজনেস ব্যবহৃত হয়েছে।
এ ধরনের বিজনেসে সরকারের সাথে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লেনদেন (Transaction) সম্পন্ন করে। যেমন- সরকার কোনো ফ্লাইওভার তৈরির জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে। ইন্টারনেটে এমন অনেক বিজনেস মডেল রয়েছে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সুবিধা প্রদান করছে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিবন্ধন, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে এখন ব্যবসায়ীদের সময় ব্যয় করে অফিসে ঘুরে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না। বাসায় বসেই ব্যবসায়ীরা কর পরিশোধ করায় ব্যাংকের ও আয়কর সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয় না। এখানে সরকার ব্যবসায়ীদের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করেছে। এসব বৈশিষ্ট্য ই-বিজনেসের G2B-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং উদ্দীপকে G2B-এর কথাই বলা হয়েছে।

ঘ ডিজিটাল ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে G2B ই-বিজনেসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ই-বিজনেসে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদক থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছানো হয়। আর G2B হলো এই ই-বিজনেসের একটি রূপ। এর মাধ্যমে সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার ব্যবসায়ীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা করেছে। এতে ব্যবসায়ীদের সময় ব্যয় করে অফিসে ঘুরে ঘুরে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করতে হয় না। বাসায় বসেই ব্যবসায়ীরা কর পরিশোধ করতে পারে। তাই ব্যাংক এবং আয়কর সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয় না।
G2B অর্থাৎ সরকার থেকে ব্যবসায়ী এই মাধ্যম ব্যবহার করে সরকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। উদ্দীপকে G2B-এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা দ্রুত নিবন্ধন করে ব্যবসায় শুরু করতে পারছে। সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করছে। আবার কর পরিশোধ করে দায়িত্ব পালন করে সুনাম অর্জন করতে পারছে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক কার্যক্রম দ্রুত এবং সহজ হয়ে উঠেছে। এতে ব্যবসায়ীরা তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। সুতরাং বলা যায়, ডিজিটাল ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে G2B ই-বিজনেসের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রাসু ভারতের কলকাতা ভ্রমণে গেলেন। বাংলাদেশের একটি আধুনিক ব্যাংকে একাউন্ট থাকায় তিনি সাথে করে নগদ টাকা নিয়ে যাননি। কলকাতায় তিনি ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে সকল ব্যয় নির্বাহ করলেন। তিনি কলকাতা থেকেই একজন পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করলেন।
[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. ই-রিটেইলিং কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাসুর ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসু কীভাবে তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করতে পেরেছেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতার কাছে খুচরা পণ্য সরাসরি বিক্রয় করাকে ই-রিটেইলিং বলা হয়।

খ মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহককে ব্যাংকিং সেবা প্রদানই হলো মোবাইল ব্যাংকিং।
এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ জমাদান, উত্তোলন, মূল্য ও বিল পরিশোধ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেই সম্পাদন করা যায়। এক্ষেত্রে গ্রাহক তার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে একাউন্ট খুলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। মোবাইল ফোনে এভাবে ব্যাংকিং সেবা পাওয়াই হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

গ রাসুর ব্যাংকটি ই-ব্যাংকিং সেবা প্রদান করেছে।
ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করাই হলো ই-ব্যাংকিং। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে ব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদন করা যায়। ব্যাংকের নির্দিষ্ট কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক অর্থ উত্তোলন ও মূল্য পরিশোধ করতে পারে। ফলে নগদ টাকা বহনের প্রয়োজন হয় না।
উদ্দীপকে রাসু কলকাতা ভ্রমণে যান। বাংলাদেশের একটি আধুনিক ব্যাংকে তার হিসাব থাকায় সাথে করে নগদ টাকা নিয়ে যাননি। কলকাতা থেকেই ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে সকল ব্যয় নির্বাহ করেছেন। অর্থাৎ, ব্যাংকটির নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সুরক্ষিত তার একাউন্ট ব্যবহার করে তিনি ব্যাংকিং কাজগুলো করেছেন। নগদ টাকা না নিয়ে তিনি এক্ষেত্রে ব্যাংকটির নির্দিষ্ট কার্ড ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের সাথে ই-ব্যাংকিং সেবার মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, কলকাতায় থেকেও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারায় রাসুর ব্যাংকটি ই-ব্যাংকিং সেবা প্রদান করেছে।

ঘ রাসু ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করতে পেরেছেন।
জমাকৃত অর্থ উত্তোলন বা মূল্য পরিশোধ ব্যবহৃত প্লাস্টিক চৌম্বকজাতীয় ইলেকট্রনিক কার্ড হলো ডেবিট কার্ড। ক্রেডিট কার্ডও একই ধরনের ইলেকট্রনিক কার্ড। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকদের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের নগদ অর্থের বিপরীতে কার্ড প্রদান করে থাকে।
উদ্দীপকে রাসু কলকাতা ভ্রমণে নগদ টাকা সাথে নিয়ে যাননি। কিন্তু ইন্টারনেট প্রযুক্তি মাধ্যমে তিনি সকল ব্যয় নির্বাহ করেন। এছাড়া কলকাতা থেকেই তিনি একজন পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করেন। আধুনিক ব্যাংকে রাসু একাউন্ট থাকায় তিনি এ সুবিধা পেয়েছেন। নগদ অর্থের বিপরীতে ব্যাংকটি তাকে নির্দিষ্ট কার্ড সরবরাহ করেছে। পাওনাদারের ওয়েবসাইটে কার্ডের নাম্বারসহ পাসওয়ার্ড প্রদানের মাধ্যমে তিনি মূল্য পরিশোধ করেছেন। এছাড়া এটিএম বুথ ব্যবহার করে কার্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করেছেন। এ ধরনের কার্ড হলো ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড। অতএব, নগদ অর্থ না নিয়েও রাসু ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করতে পেরেছেন।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব নিজাম একজন ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ী। তিনি টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইত্যাদি বিক্রয় করে থাকেন। কিছুদিন হলো তিনি লক্ষ্য করছেন, তার শো রুমের বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি বেশ চিন্তিত। অবশেষে তিনি ইন্টারনেটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য সামগ্রীর একটি বিজ্ঞাপন দিলেন। উপরন্তু তিনি প্রতিষ্ঠানের নামে ফেসবুকে একটি একাউন্ট খুলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যসহ ছবি আপলোড করলেন। কিছুদিন পর তিনি দেখলেন যে, তার শো-রুমের বিক্রয় ব্যাপক হারে বাড়ছে। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]*

ক. ই-মেইল কী? ১

খ. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব নিজামের গৃহীত পদক্ষেপটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব নিজামের গৃহীত সিদ্ধান্তটি যুগোপযোগী হয়েছে, তুমি কি এর সাথে একমত? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে কোনো তথ্য আদান-প্রদানকে ই-মেইল (Electronic Mail) বলা হয়।

খ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে তা আবার অন্য দেশে রপ্তানি করাকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলে।

পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে প্রথমে পণ্য এক দেশ থেকে আমদানি করে নিজ দেশে আনা হয়। এরপর তা প্রক্রিয়াজাত করে অন্য দেশে পুনরায় রপ্তানি করা হয়। এ ধরনের বাণিজ্যের কার্যক্রম তিনটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়। যেমন : ভারত থেকে চা আমদানি করে প্যাকিং করে তা মিয়ানমার রপ্তানি করা হলো।

গ উদ্দীপকে জনাব নিজামের গৃহীত পদক্ষেপটি হলো অনলাইন ব্যবসায়।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রেতা-বিক্রেতার ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদনই হলো অনলাইন ব্যবসায়। এ ধরনের ব্যবসায়ে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ক্রেতা পণ্য সম্পর্কে জানতে পারে। এছাড়া ঘরে বসেই তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য পেতে পারে। এক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধে ইলেকট্রনিক মাধ্যম (ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড) ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে জনাব নিজামের শো-রুমের বিক্রয় কমায় তিনি ইন্টারনেটে পণ্যের বিজ্ঞাপন দিলেন। এছাড়া ফেসবুকে একাউন্ট খুলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যসহ ছবি আপলোড করেন। এতে গ্রাহকগণ যেকোনো স্থান থেকে তার প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে জানতে পারল। পণ্য সামগ্রীর ছবি থাকায় তারা ঘরে বসেই পছন্দ অনুযায়ী পণ্য বাছাই করেন। পণ্যের মূল্য পরিশোধও তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমেই করবেন। গ্রাহকের সাথে এভাবে ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন হলো অনলাইন ব্যবসায়। সুতরাং বলা যায়, ইন্টারনেটে ব্যবসায় করায় উদ্দীপকে জনাব নিজামের গৃহীত পদক্ষেপটি হলো অনলাইন ব্যবসায়।

ঘ উদ্দীপকে দ্রুত পণ্যের তথ্য পৌঁছাতে জনাব নিজামের গৃহীত সিদ্ধান্তটি যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে টিকে থাকার জন্য বর্তমানে ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায় কার্যাবলি সম্পাদন করাই হলো অনলাইন ব্যবসায়। এতে ক্রেতা পণ্য সম্পর্কিত তথ্য বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে জানতে পারে। আবার ব্যবসায়ীগণ কম খরচে গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছে দিয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে জনাব নিজাম একজন ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ী। তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার শো-রুমের বিক্রয় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পরবর্তীতে ইন্টারনেটে প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপন দিলেন। এছাড়া ফেসবুক একাউন্ট খুলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যসহ ছবি আপলোড করেছেন। এর ফলে তার শো-রুমের বিক্রয় ব্যাপক হারে বেড়েছে।

জনাব নিজাম এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তার প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে গ্রাহক যেকোনো স্থান থেকে জানতে পারেন। ইন্টারনেটে পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক খরচও কমে যায়। কিন্তু আগে তার শো-রুমের মাধ্যমে শুধু নির্দিষ্ট অঞ্চলের গ্রাহকের কাছে পণ্যের তথ্য পৌঁছতে পারতেন। যুগের সাথে তাল মেলাতে তার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যৌক্তিক। অতএব, বিশ্বের যেকোনো স্থানে পণ্য পৌঁছাতে জনাব নিজামের গৃহীত সিদ্ধান্তটি যুগোপযোগী হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ কুষ্টিয়ার BRB কেবল আগে তাদের পণ্য প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিলবোর্ড তৈরি, লিফলেট বিতরণ ও বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করত। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন প্রতিষ্ঠানটি ঘরে বসে তাদের বিভিন্ন পণ্যের প্রচার করতে পারছে এবং অনেক বেশি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. পুনঃরপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ১

খ. অনলাইন ব্যবসায় কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. BRB কেবল বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন যে মাধ্যমটি ব্যবহার করছে সেটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. BRB কেবল বর্তমানে বিজ্ঞানের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করছে এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশ থেকে পণ্য সামগ্রী আমদানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করাকে পুনঃরপ্তানি বলা হয়।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন করাই হলো অনলাইন ব্যবসায়।

এ ধরনের ব্যবসায়ে পণ্যের উৎপাদক কাঁচামাল সরবরাহকারীকে অনলাইনে ফরমায়েশ দেন। আবার গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছানোর কাজটিও অনলাইনে সম্পন্ন হয়। এতে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অর্থাৎ, ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসায় পরিচালনার এই আধুনিক প্রক্রিয়াই হলো অনলাইন ব্যবসায়।

গ BRB কেবল বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন যে মাধ্যমটি ব্যবহার করছে তা হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে একে অপরের সাথে দ্রুত তথ্য বিনিময় করতে পারে। ফলে যোগাযোগের সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়। এছাড়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত সফলতা লাভ করা যায়।

উদ্দীপকে BRB কেবল নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসে তাদের বিভিন্ন পণ্যের প্রচার করতে পারছে। এতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা দ্রুত গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছাতে পারছে। এছাড়া দ্রুত যোগাযোগের ফলে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটি কম সময় ও খরচে ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারছে। এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, BRB কেবলের ব্যবহৃত নতুন মাধ্যমটি হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ঘ দ্রুত ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদনে BRB কেবলের বর্তমানে বিজ্ঞাপনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পদ্ধতি ব্যবহারের যৌক্তিকতা রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান করা যায়। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতা অনলাইনে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। এতে বিক্রেতার আলাদা করে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। ক্রেতাও ঘরে বসেই পণ্য ক্রয় করতে পারেন।

উদ্দীপকে BRB কেবল আগে তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেত। এতে অর্থ ও সময়ের অপচয় হতো। পরবর্তীতে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি এখন ঘরে বসেই নতুন পণ্যের প্রচার করতে পারছে। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি সময়ও বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে।

BRB কেবলের ব্যবহৃত এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা দ্রুত গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছাতে পারছে। ঘরে বসেই পণ্য পাওয়ায় গ্রাহক তাদের প্রতিষ্ঠানের পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে ব্যবসায়ের সুযোগের ফলে আলাদা করে ভবনের প্রয়োজন হয়নি। ঘরে বসেই তারা তাদের ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারছে। এতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রচারের তুলনায় সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। অতএব, BRB কেবলের বর্তমানে বিজ্ঞাপনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ শাওন একটি কোম্পানিতে কাজ করে। সে সবসময় ফেসবুক ব্যবহার করে। ফেসবুক ব্যবহারের সময় সে কম্পিউটার পর্দায় Bikroy.com-এর নাম দেখে ক্লিক করে। সাইটটিতে প্রবেশ করে বিভিন্ন পণ্যের সম্ভার দেখে সে খুশি হয়। তবে ক্রীত/ক্রয়কৃত পণ্যের অর্থ পরিশোধের উপায় জিজ্ঞেস করলে বন্ধুরা জানাল প্লাস্টিক কার্ডসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থ পরিশোধ করা যায়।

[হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, চাঁদপুর]

ক. ICT এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. Bikroy.com ফেসবুকের মাধ্যমে উদ্দীপকে কোন কাজটি সম্পাদন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. Bikroy.com থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য শাওন কীভাবে পরিশোধ করতে পারবে? আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)।

খ ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহকদের দ্রুত পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। এতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়া নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে কর্মীদের কাজের গতি ও দক্ষতা বাড়ছে। এভাবেই ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভাব ফেলে থাকে।

গ উদ্দীপকে Bikroy.com ফেসবুকের মাধ্যমে ই-মার্কেটিং কাজটি সম্পাদন করেছে।

ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মার্কেটিং কার্যক্রম পরিচালনাই হলো ই-মার্কেটিং। এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্যের নতুন বাজার তৈরি করা হয়। এতে গ্রাহকের চাহিদানুযায়ী পণ্য ও সেবা চিহ্নিত করে তা ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকে। ওয়েব, ই-মেইল, ডাটাবেজ, টেলিভিশন, ডিজিটাল টেলিফোন এগুলো ই-মার্কেটিং-এ ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি।

উদ্দীপকে শাওন ফেসবুক ব্যবহারের সময় কম্পিউটারের পর্দায় Bikroy.com এর নাম দেখে ক্লিক করে। সাইটটিতে প্রবেশ করে বিভিন্ন পণ্যের সম্ভার দেখে সে খুশি হয়। অর্থাৎ Bikroy.com ফেসবুকে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করেছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন গ্রাহকদের কাছে পাঠিয়েছে। এভাবে গ্রাহকের কাছে পণ্যের তথ্য পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হলো ই-মার্কেটিং। সুতরাং বলা যায়, Bikroy.com ফেসবুকের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে ই-মার্কেটিং কাজটি সম্পাদন করেছে।

ঘ Bikroy.com থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য শাওন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবে।

জমাকৃত অর্থ উত্তোলন বা মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত প্লাস্টিক চৌম্বকজাতীয় ইলেকট্রনিক কার্ড হলো ডেবিট কার্ড। ক্রেডিট কার্ডও একই ধরনের ইলেকট্রনিক কার্ড। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকদের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। অনলাইন ব্যবসায়ে (ই-মার্কেটিং, ই-রিটেইলিং, ই-টিকেটিং) মূল্য পরিশোধে গ্রাহকগণ এ ধরনের কার্ড ব্যবহার করে থাকেন।

উদ্দীপকে শাওন ফেসবুকে Bikroy.com-এর সাইটটিতে বিভিন্ন পণ্যের সম্ভার দেখে খুশি হয়। ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে জানতে চায়। তারা জানায়, প্লাস্টিক কার্ডসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থ পরিশোধ করা যায়।

Bikroy.com তাদের পণ্যমূল্য পরিশোধে ইলেকট্রনিক কার্ডের ব্যবস্থা রেখেছে। এতে শাওনকে তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট কার্ডের নাম্বারসহ পাসওয়ার্ড প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে তার ক্রীত পণ্যের মূল্য Bikroy.com কার্ড এর মাধ্যমে গ্রাহকের একাউন্ট থেকে কেটে রাখবে। এভাবে অনলাইনে মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত কার্ড হলো ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড। অতএব, ই-মার্কেটিং প্রযুক্তিতে Bikroy.com থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য শাওন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রাণী একটি সুন্দর ছবি আঁকলেন। তিনি ছবিটি কোনো দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় করতে চান না। তিনি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ছবিটি বিক্রির চেষ্টা চালালেন। আমেরিকার এক ক্রেতা ছবিটি ক্রয় করলেন। রাণী মোদক বিক্রয় কৌশলের আধুনিক রূপটি গ্রহণ না করলে লাভবান হতে পারতেন না।

[খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. মোসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম কী? ১

খ. আত্মবিশ্লেষণ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাণী কোন পদ্ধতিতে ছবিটি বিক্রয় করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাণীর বিক্রয় কৌশলটি আধুনিক যুগে কতটা উপযোগী বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম হলো ইরাক।

খ নিজেই নিজের সক্ষমতা মূল্যায়ন করাই হলো আত্মবিশ্লেষণ।

ব্যবসায় শুরুর পূর্বে যেকোনো ব্যক্তির ব্যবসায় করার সক্ষমতা যাচাই করা প্রয়োজন। কারণ, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ বা অকৃতকার্য হওয়া উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। তাই ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে সক্ষমতা যাচাই করে নিলে সফলতা আগে থেকে অনুমান করা যায়। সক্ষমতা যাচাইয়ে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

গ রাণী 'ই-কমার্স' পদ্ধতিতে ছবিটি বিক্রয় করেন।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করাই হলো ই-কমার্স। মূলত বিক্রয়ের স্বার্থে এ পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্রেতার কাছে পণ্য পৌঁছাতে এক্ষেত্রে পার্সেলে প্রেরণ করা হয়। এতে মূল্য পরিশোধের জন্য ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম (অনলাইন ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড) ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে রাণী তার আঁকা ছবি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বিক্রয় করেন। আমেরিকার এক ক্রেতা ছবিটি ক্রয় করেন। এক্ষেত্রে ক্রেতা ওয়েবসাইটে ছবিটি দেখে অর্ডার প্রদান করেছিলেন। অনলাইনে মূল্য পরিশোধের পর রাণী পার্সেল করে ছবিটি প্রেরণ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতির সাথে ই-কমার্স পদ্ধতির মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, অনলাইনে বিক্রয় করায় রাণী ই-কমার্স পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন।

ঘ বিশ্বের যেকোনো স্থানে পণ্য পৌঁছাতে রাণীর ই-কমার্স বিক্রয় কৌশলটি আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ উপযোগী বলে আমি মনে করি।

ই-কমার্স পদ্ধতিতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছানো যায়। এক্ষেত্রে বিক্রেতার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের প্রয়োজন হয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক খরচ না থাকায় বিক্রেতা লাভবান হয়ে থাকে। আবার অনলাইন ব্যবস্থার ফলে ক্রেতা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে পণ্যের তথ্য পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকে রাণী তার আঁকা ছবি কোনো দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় করতে চাননি। তিনি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ছবিটি বিক্রয়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। পরবর্তীতে আমেরিকার এক ক্রেতা ছবিটি ক্রয় করেছেন। অর্থাৎ, ই-কমার্স ব্যবস্থার ফলে রাণী ছবিটি দেশের বাইরে বিক্রয় করতে পেরেছেন।

বিক্রয় কৌশলের এই আধুনিক রূপে রাণী লাভবান হয়েছেন। কারণ, ওয়েবসাইটে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ায় তার তেমন কোনো খরচ করতে হয়নি; কিন্তু দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় করলে তার আলাদা কমিশন দেওয়ার প্রয়োজন হতো। আবার অনলাইন প্রযুক্তির ফলে তিনি বাইরের দেশে পণ্যটি পৌঁছাতে পেরেছেন। এতে অনেকের কাছে একসাথে পণ্যের তথ্য পৌঁছাতে পেরেছেন। অতএব, কম খরচে সহজে পণ্য পৌঁছাতে রাণীর ই-কমার্স বিক্রয় কৌশলটি সম্পূর্ণ উপযোগী।

http://teachingbd.com